করিলে, উহারা আমাদের শরীরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে। অতএব আমাদিগের সেই পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক, যাহা হইতে আমরা ২৮০০—৩০০০ ক্যালরি-পরিমিত তাপ দিবসে সংগ্রহ করিতে পারি। এই পরিমাণ তাপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হইলেই আমরা সহজ পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া, সবল ও সুস্থ-দেহে থাকিতে সমর্থ হই।

কোন্ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া কত পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে, তাহা আমরা ফুড্ ক্যালরিমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং কত পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে আমরা দিবসে ২৮০০—৩০০০ ক্যালরি তাপ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা পরীক্ষা ও গণনা দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়।

রেস্পিরেশন্ ক্যালরিমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা দিবসে আমাদের শরীর হইতে কত তাপ বহির্গত হইয়া যাইতেছে এবং কত পরিমাণ অঙ্গার (কার্ব্বণ্) দগ্ধ হইয়া, এই তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। মোটামুটি ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ্ দিবসে দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া, এই পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে এবং এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা যে কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদিগের দেহ হইতে প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যায়। আমরা উপরোক্ত যন্ত্র-সাহায্যে এই কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া, তন্মধ্যস্থিত কার্ব্বণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। সুতরাং আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে যাহাতে অন্ততঃ ৪২০০ গ্রেণ কার্ব্বণ্ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই পরিমাণ কার্ব্বণ্ সংগ্রহ করিবার জন্য এক ছটাক নির্জ্জল মাখনজাতীয় খাদ্য (ঘৃত বা তৈল) এবং ৭½ হইতে ৮½ ছটাক নির্জ্জল শর্করাজাতীয় (চাউল, চিনি, ময়দা, আলু ইত্যাদি) খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। ছানা-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে কার্ব্বণ্ আছে, সুতরাং ঐ জাতীয় পদার্থ হইতেও আমরা কতক পরিমাণ কার্ব্বণ্ প্রাপ্ত হই।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী-মতে আলোচনা করিয়া আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, একজন সুস্থকায় সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের দৈনিক খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ, ১ ছটাক মাখনজাতীয় এবং ৭½ হইতে ৮½ ছটাক নির্জ্জল শর্করাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হয়। ইহাদের মধ্যে কোন্ একটির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম হইলে, দেহ সম্যক্ পুষ্টি লাভ করিতে পারে না এবং আমরা যথোচিত পরিশ্রমের কার্য্য করিতে সমর্থ হই না। এই তিন জাতীয় খাদ্য ব্যতীত শরীরগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য লবণজাতীয় পদার্থ ও জলের আবশ্যক হয়। কত পরিমাণ লবণজাতীয় পদার্থ ও জল আমাদের দেহ হইতে দিবসে মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্ততঃ আধ ছটাক লবণজাতীয় পদার্থ এবং প্রায় ২ সের জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি

যে, বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণে আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে থাকা আবশ্যক ,—

ছানাজাতীয় পদার্থ	(নির্জ্জল)	...	৪ আউন্স্
মাখনজাতীয় পদার্থ	„	...	২ আউন্স্
শর্করাজাতীয় পদার্থ	„	...	১৫ হইতে ১৭ আউন্স
লবণজাতীয় পদার্থ	„	...	১ আউন্স্

আমি নির্জ্জল ছানাজাতীয়, মাখনজাতীয় ও শর্করাজাতীয় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যে সকল খাদ্যসামগ্রী হইতে আমরা এই সকল সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহাদিগকে কখনই নির্জ্জল অবস্থায় পাওয়া যায় না। আমরা যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, তাহাদের প্রায় সকলগুলির মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে জল থাকে। দুগ্ধে শতকরা ৮৭ ভাগ, মাংসে ৭০ ভাগ, মৎস্যে ৭৫ ভাগ, চাউল ও ময়দায় ১১ ভাগ, তরিতরকারী ও ফল-মূলাদিতে গড়ে প্রায় ৯০ ভাগ জল বিদ্যমান আছে। মোটামুটি ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ জল ও ৫০ ভাগ নির্জ্জল পদার্থ থাকে। তাহা হইলে আমি যে নির্জ্জল সারপদার্থগুলির পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা দ্বিগুণ করিয়া লইলেই আমাদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়। সুতরাং এই হিসাবে জলসমেত ৪ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ, ২ ছটাক মাখনজাতীয় এবং ১৫ হইতে ১৭ ছটাক শর্করাজাতীয় ও ১ ছটাক লবণজাতীয় খাদ্যের অর্থাৎ মোটামুটি দিবসে আমাদের ২৩।২৪ ছটাক অর্থাৎ দেড় সের পরিমাণ মাছ, মাংস, চাউল, ডাল, দুধ, তরি-তরকারি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের একত্রে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুবিধার জন্য দিবসে দুই তিন বারে ভাগ করিয়া আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১½ সের জল দিবসে আমাদের পান করিবার আবশ্যক হয়।

আমরা কোন একজাতীয় খাদ্য সামগ্রী হইতে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ ও ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বণ একত্র সংগ্রহ করিতে পারি না। এক সের মাংস খাইলে আমরা ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ পাইতে পারি, কিন্তু তাহা হইতে ১৮০০ গ্রেণের অধিক কার্ব্বণ্ পাওয়া যায় না। পুনশ্চ ৩ পোয়া চাউল হইতে ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বণ্ সংগ্রহ করা যায় বটে, কিন্তু উহা হইতে ৭৮ গ্রেণের অধিক নাইট্রোজেন্ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং শুদ্ধ মাংস বা শুদ্ধ চাউল ভক্ষণ করিলে আমাদের দেহের নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বণের অভাব পূর্ণ হয় না। এই জন্য ভাত, রুটী, মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, তরকারী প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্য সামগ্রী যথাপরিমাণে একত্রে ভক্ষণ করিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বণ্ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই।

দিবসে কত পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ (Proteid) গ্রহণ করিলে আমাদের শরীর সবল থাকিতে ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মত-

ভেদ দৃষ্ট হয়। চিটেন্‌ডেন্‌ (Chittenden) নামক একজন আমেরিকাবাসী শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষে সাধারণতঃ অনাবশ্যক অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া থাকে। তিনি বলেন যে, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দৈনিক খাদ্যে নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের যে পরিমাণ (২ ছটাক) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ (অর্থাৎ ১ ছটাক মাত্র) গ্রহণ করিলেই দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে। চিটেন্‌ডেন্‌ নিজে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া, দিবসে এইরূপ স্বল্পপরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া, সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রহিয়াছেন। তিনি কতকগুলি সাধারণ ছাত্র, কতিপয় ব্যায়াম-বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সৈনিক পুরুষ লইয়া খাদ্য বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাহাদের প্রত্যেককে যথা-পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের সহিত স্বল্প-পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিতে দেন এবং তাহাদের শরীর হইতে প্রত্যহ কত পরিমাণ নাইট্রোজেন্‌ বহির্গত হইয়া যায়, তাহা যথারীতি পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করেন। যাহার যে কার্য্য, সে ব্যক্তি প্রত্যহ সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ছয় মাসের অধিক কাল এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি অত অল্প পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়াও সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল ছিল; বরঞ্চ তাহারা এই স্বল্পাহারে অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারিত। তাঁহার মতে ১ ছটাক-পরিমাণ নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ একজন সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট—ইহার অধিক স্বাস্থ্য-রক্ষা ও সহজ পরিশ্রমের জন্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। চিটেন্‌ডেনের মতে অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ২ ছটাক-পরিমিত নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অযথা অপচয়ের দৃষ্টান্ত।

চিটেন্‌ডেনের সহিত অধিকাংশ শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতাদিগের মতের মিল না হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি বহু আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার বিপক্ষ-মতাবলম্বিগণ বিশেষ কোন দোষ বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে খাদ্য সম্বন্ধে ব্যয়ের পক্ষে মানুষের—বিশেষতঃ গরীব মানুষের—যথেষ্ট সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সকল দ্রব্য চিটেন্‌ডেনের সিদ্ধান্ত অনুসারে অল্প-পরিমাণে ভক্ষণ করিলে যদি শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে কোন হানি না হয়, তাহা হইলে মানুষের আহারের ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে সংক্ষেপ হইয়া পড়ে। পুনশ্চ চিটেন্‌ডেন বলেন যে, লোকে ছানাজাতীয় খাদ্য অনাবশ্যক অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কম হইলে খরচ ও স্বাস্থ্য, এতদুভয় বিষয় সম্বন্ধে সুবিধা হইবার কথা।

তবে এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর সকল স্থানের সকল জাতির খাদ্যের ব্যবস্থা বিবেচনা করিলে, চিটেন্‌ডেনের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। চিটেন্‌ডেন্‌

দিবসে ১ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন, কিন্তু অধিকাংশ শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন সবল জাতি প্রত্যহ ২ ছটাক, অন্ততঃ ১½ ছটাকের কম ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করে না। যাহারা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। তাঁহারা বলেন যে, মাছ, মাংস প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য মহার্ঘ সত্ত্বেও যে সর্ব্বসাধারণে ইহা অত অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে, তাহার জন্য কেবল যে তাহাদের খেয়াল বা পেটুকতা দায়ী, ইহা বলিলে চলিবে না। সমস্ত জগতের মানুষই যদি চিটেন্‌ডেনের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভক্ষণ করে, তাহা হইলে উহা স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে। অতএব সাধারণ মনুষ্যের জন্য দিবসে অন্ততঃ ১০০ গ্রাম্ অর্থাৎ ১½ ছটাকের কিছু অধিক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক, ইহা অধিকাংশ শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মত। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, যথোচিত-পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের সহিত চিটেন্‌ডেনের নির্দ্দিষ্ট স্বল্প পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া মানুষ যে সুস্থশরীরে থাকিতে পারে না, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের মতে আজীবন এইরূপ স্বল্পপরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করিলে, দেহ যথোপযুক্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে না, জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, রোগ-প্রতিষেধ-শক্তি কমিয়া যায় এবং জাতি দুর্ব্বল, পুরুষকারহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরুদ্যম, আলস্যপরায়ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল জাতির খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের অংশ কম থাকিতে দেখা যায়, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে বহু পশ্চাদ্‌ভাগে পড়িয়া রহিয়াছে।

কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের শারীরতত্ত্বের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাক্তার ম্যাকাই (Mc Cay) সাহেব ভারতবর্ষবাসী নানা জাতির খাদ্য এবং শরীরের গঠন, শক্তি ও পুরুষকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যে সকল জাতির খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ কম থাকে, তাহাদিগকেই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল, নিরুৎসাহী, স্বল্পকষ্টসহিষ্ণু, পুরুষকারহীন এবং পরিশ্রমের কার্য্যে সহজে বিমুখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহু পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ বাঙ্গালীর খাদ্যে ১ ছটাকের অধিক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ থাকে না—উড়িষ্যাবাসীর খাদ্যে ইহা অপেক্ষাও কম থাকে। তিনি বলেন যে, যথোচিত পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থের অভাবে বাঙ্গালী ও উড়িয়া জাতি ভারতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল ও হীনস্বাস্থ্য, তাহাদের রোগপ্রবণতা অধিক এবং তাহাদের সাহস ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয় নহে। চিটেন্‌ডন্ যে পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ (১ ছটাক) খাদ্যের মধ্যে থাকিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ডাক্তার ম্যাকাই বলেন যে, সেই পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ বাঙ্গালী সাধারণতঃ প্রত্যহ গ্রহণ করিতেছে, অথচ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও দেহ-বল যে আদর্শনীয়, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। ডাক্তার

ম্যাকাই তাঁহার "Protein Element in Nutrition" নামক পুস্তকে এ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে, ছানা-জাতীয় পদার্থ বড় কম পরিমাণে থাকে এবং এই পদার্থের অভাবেই তাহাদের দেহ সম্যক্ বিকাশ লাভ করে না অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, পরিসর ও ওজনে যথোচিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অভাব লক্ষিত হয় ব্যায়ামক্ষেত্রে ও ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে ইয়ুরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রগণ তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অধিক সংখ্যক উচ্চ পুরস্কার পাইবার অধিকারী হয় এবং জীবনীশক্তি কম বলিয়া, বাঙ্গালী ছাত্রেরা সহজেই রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগ এ দেশে ছাত্রদিগের মধ্যে পূর্ব্বে এত প্রবল ছিল না। জীবনীশক্তির অল্পতা হেতু অধিক-সংখ্যক ছাত্রকে এক্ষণে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যাইতেছে। অবশ্য ছানাজাতীয় খাদ্যের অভাবই যে বাঙ্গালী জাতির শারীরিক বিকাশ ও যথোচিত জীবনী শক্তি লাভ করিবার একমাত্র অন্তরায়, তাহা নহে। অপরাপর অনেক কারণে জাতিগত দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে আমাদের জাতিগত দৌর্ব্বল্যের একটী প্রধান কারণ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ের প্রতিবিধান সত্বর আবশ্যক। চিটেনডেনের মত যাহাই হউক না কেন, আমরা আপাততঃ পৃথিবীর অধিকাংশ শরীর-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের যে মত, তাহাই স্বীকার করিয়া, আমাদের দেশের ছাত্রমণ্ডলীর খাদ্যের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, দুধ প্রভৃতি ছানাজাতীয় পদার্থ (proteid) যাহাতে অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে, তাহার প্রতি অভিভাবকগণের এবং ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ডাক্তার ম্যাকাই বলেন যে, যে সকল বাঙ্গালী ছাত্র গভর্ণমেণ্ট ছাত্রাবাসে থাকে, তাহারা ১ ছটাকের কিছু অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দৈনিক খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে সকল ছাত্র আপনারা মেস্ (Mess করিয়া থাকে, তাহাদের খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের ভাগ্যে দিনে ১ ছটাকও ছানাজাতীয় পদার্থ জুটিয়া উঠে না। তিনি গভর্ণমেণ্টের ছাত্রাবাসের ইয়ুরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদিগের দৈনিক খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহারা দিনে ১½ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। ছাত্রজীবনে তাহাদের শারীরিক উন্নতি ও শক্তি, বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়াছেন, তাহা পর-পৃষ্ঠায় তালিকা দেখিলেই সহজেই বোধগম্য হইবে।

১ম তালিকা

বাঙ্গালী ও ইয়ুরেশীয় ছাত্রদিগের খাদ্য ও শারীরিক বিকাশ।

(৩ বৎসরব্যাপী পরীক্ষার ফল)

নাম	সংখ্যা	দৈনিক খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের পরিমাণ	গড়ে শরীরের ওজনের বৃদ্ধি	শরীরের ওজনের হ্রাস	গড়ে বুকের ছাতির বৃদ্ধি	গড়ে শরীরের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি
ইয়ুরেশীয় ছাত্র	১৮৩	২½ আউন্স্	৭ সের	শতকরা ২ জন	২ ইঞ্চি	খুব বেশী
বাঙ্গালী ছাত্র	৫৩৮	১৬ ঐ	২ ঐ	৪২·৮ জন	নগণ্য	বৎসামান্য

কি ইয়ুরোপীয়, কি ইউরেশীয়, কি বাঙ্গালী, সকল ছাত্রই ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে এবং তথায় ৪ বৎসর কাল বাস করে। প্রতি বৎসর তাহাদের দেহ সুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন এবং বুকের ছাতির পরিমাণ রীতিমত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। একমাত্র খাদ্য ব্যতীত বাঙ্গালী ও ইউরোপীয় বা ইয়ুরেশীয় ছাত্রদিগের সম্বন্ধে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ডাক্তার ম্যাকাই উভয়ের দেহের বিকাশ সম্বন্ধে যে বিভিন্নতা দেখিয়াছেন, তাঁহার মতে খাদ্যের বিভিন্নতাই তাহার জন্য দায়ী।

এই ত গেল গভর্ণমেণ্ট্ ছাত্রাবাসের কথা। সাধারণ ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা যে খাদ্য প্রত্যহ গ্রহণ করে, ম্যাকাই সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে ½ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ থাকে না। ছাত্র-জীবনেই দেহ, বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ২৩।২৫ বৎসরের মধ্যেই শরীর পূর্ণতা লাভ করে, তাহার পর দেহের আর বৃদ্ধি সাধন হয় না। ছানাজাতীয় খাদ্যের দ্বারাই শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয় পূরণ হয়। যে সময়ে (অর্থাৎ ১৭ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে) তাহাদের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরের পূর্ণতা লাভ করিবার কথা, আমাদের ছাত্রেরা ঠিক সেই সময়েই উপযুক্ত পরিমাণে পেশী-গঠক (Muscle-former) ছানাজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হয় না। ইহার ফলে তাহাদের দেহ পুষ্টি লাভ না করিয়া কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া এবং অন্যরূপে দেহ ক্ষয় করিয়া তাহারা সহজে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইয়াছে।

বাঙ্গালার খাদ্য এবং তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া চিটেন্‌ডেনের মত সমর্থন করিতে পারা যায় না। চিটেন্‌ডেন্ যে পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ, সুস্থ ও সবল থাকিবার জন্য যথেষ্ট মনে করেন, সাধারণ বাঙ্গালী প্রত্যহ প্রায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের শারীরিক

গঠন ও বল একেবারেই প্রশংসনীয় নহে। যুবা বয়সে যেরূপ ব্যায়াম ও শরীরচালনা করা উচিত, তাহা তাহারা করে না বা করিতে পারে না ; ঐ বয়সে মনে যেরূপ স্ফূর্ত্তি ও কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ থাকা উচিত, তাহা তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যথোচিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাব তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, বাঙ্গালী, যুবা বয়সেই বার্দ্ধক্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল পিতামাতার দুর্ব্বল সন্তান জন্মিয়া জাতি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী, ভারতের অপরাপর জাতির তুলনায় স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও আমাদের এরূপ অসহায় অবস্থা ত পূর্ব্বে ছিল না। এই বাঙ্গালীই এক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শারীরিক বল এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছে। বাঙ্গালী সৈন্য এক সময়ে দিল্লীর বাদ্‌সাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ-চালিত ক্ষত্রিয় ও মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। তখন দেশে যথেষ্ট মাছ ও দুধ ছিল, সেই জন্য তাহারা যথেষ্ট-পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিবার অবসর পাইত। তাহাদের দেহও সেই জন্য সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া সুগঠিত ও সুদৃঢ় হইত। সেই সকল বীর্য্যশালী পুরুষের মনে ভয় বা নিরুৎসাহ স্থান পাইত না।

লর্ড ক্লাইবের অধীনে যে ভারতীয় সেনা নবাবের সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকই এই বাঙ্গালা দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। সে ত ১৫০ বৎসরের অধিক দিনের কথা নহে। তবে আজ আমাদের এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে যে "লাঠি"র স্তব করিয়া গিয়াছেন, পল্লীগ্রামে এক সময়ে রাজা-প্রজা-নির্ব্বিশেষে সকলেই সেই লাঠির সদ্ব্যবহার করিতে জানিত। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এখন অনেক বাঙ্গালী যুবকের সেই লাঠি অধিক দূর বহন করিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই! জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া আজ এ দেশের এত অধিক-সংখ্যক লোক ম্যালেরিয়া, কালা-জ্বর প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে পীড়িত হইয়া, চির জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে, নতুবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আমাদের খাদ্যের উন্নতি হইলে, আমরা আবার আমাদের হারাণো জীবনীশক্তি পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হইব।

যাঁহাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে এবং মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি সামগ্রী খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহারা পুত্র-কন্যাদের খাদ্যের মধ্যে ভাতের পরিমাণ কমাইয়া, এই সকল পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিন, ইহাই আমার প্রার্থনা। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকে পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, পরিবারবর্গের জন্য উপরোক্ত পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করুন। যাঁহাদের মাছ-মাংস খাইতে আপত্তি আছে, তাঁহারা যথাপরিমাণে ডাল, দুধ, ছানা, ঘি প্রভৃতি দুগ্ধজাত সামগ্রী ভক্ষণের ব্যবস্থা করুন। যাঁহারা গরীব, তাঁহারা ভাতের পরিমাণ কমাইয়া রুটী ও ডাল খাইবার ব্যবস্থা করুন। ডাল খাইতে আমরা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত; সুতরাং ডালের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে আমাদের কোন অসুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার উপদেশ-মত এখন অনেক ছাত্র অধিক পরিমাণে ডাল খাইতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতে তাহারা কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে না। ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী

খাইলে (অন্ততঃ এক বেলা), খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিতে পারা যায় ; কারণ, ভাত অপেক্ষা রুটীর মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে অবস্থিতি করে। যে জাতি ডাল-রুটী খায়, সে জাতির লোকেরা "ভেতো" বাঙ্গালী ও উড়িয়া জাতি অপেক্ষা যে অধিক বলশালী ও পুরুষকারসম্পন্ন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ছানা অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে ইহা মাছ-মাংস হইতেও উৎকৃষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। মাছ-মাংসের ন্যায় ইহার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় না। সুতরাং সকল দিক্ দেখিতে গেলে, ইহা একটী সস্তা খাদ্য সামগ্রী। ছাত্রেরা বৈকালে অন্ন জল-খাবারের পরিবর্ত্তে ছানা খাইলে, তাহাদের একটী বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করা হইবে। গরীব ছাত্রেরা রুটী, ডাল ও ছানা, এই তিনটী পদার্থের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে, তাহারা দেহের পুষ্টি ও বল সম্বন্ধে বিশেষ লাভবান্ হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, দিবসে কোন্ খাদ্য সামগ্রী কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদের দেহ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে এবং আমরা কার্য্য করিবার জন্য যথোচিত শক্তি লাভ করিতে পারি। কোন্ খাদ্যের মধ্যে শতকরা কত পরিমাণ পাঁচজাতীয় সারপদার্থ থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এবং ২য় তালিকায় তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। ইহা হইতে মানুষের দৈনিক খাদ্যের তালিকা সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

২য় তালিকা

নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সারপদার্থসমূহের শতকরা পরিমাণ।

খাদ্য	জল	ছানাজাতীয় পদার্থ	মাখনজাতীয় পদার্থ	শর্করাজাতীয় পদার্থ	লবণজাতীয় পদার্থ
চাউল (গড়ে)	১১·১৬	৬·৭১	·৯	৮০·১	·৬৮
ডাল ঐ	১১·৩০	২৩·৫০	২·২৯	৫৫·৯	৭·১০
ময়দা	১৫·০	১১·০	২·০	৭১·২	·৮
ওটমিল্	১৫·৫	১২·৬	৫·৬	৬৩·০	৩·০
পাউরুটী	৪০·০	৮·০	১·৫	৪৩·১	১·৩
রুটী (হাতেগড়া)	১৭·৩৩	৯·৪৩	৩·৭১	৬৯·২	·৩৩
গো-দুগ্ধ	৮৬·৮৭	৩·৯৭	৪·২৮	৪·৫৮	·৬০
মাখন	৭·৫	১·০	৯০·৫	০	১·০
ছানা	৫৭·০	২২·৩৩	১৮·৬৪	·৩৮	১·৬৩
পনির	৩৬·০	৩১·০	২৮·৫	০	৪·৫
মাংস	৭৪·৪	২০·৫	৩·৫	০	১·৬
মাছ	৭৮·০	১৮·১	২·৯	০	১·০
ডিম	৭৩·৫	১৩·৫	১১·৬	০	১·০
আলু	৭৪·০	২·০	·১৬	২১·৮	১·০
লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি (গড়ে)	৯৫·০	·৮	·৪	৩·০	·৮
চীনাবাদাম	৮·৩০	২৪·০	৪৪·৩০	১৭·০	১·৯
বাদাম	৬·০	২৪·০	৫৪·০	১০·০	৩·০
কলা (চাঁপা)	৭১·৪৭	১·৮	·১৩	১৪·১৫	·৯৭

বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, উহা হইতে দিবসে আমরা ৩০১০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্, ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ্ এবং ২৮০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরি পরিমিত

তাপ আহরণ করিতে পারি। আমি ১ মণ ৩০।৩৫ সের ওজনের সহজ-পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবকের খাদ্যের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।* এই পরিমাণ খাদ্য দিবসে ২।৩ বারে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিলে দেহের সকল অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য যাহার শরীরের ওজন অধিক এবং যে যত অধিক পরিশ্রম করিবে, তদনুসারে তাহার খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে। যাহাদের দেহের ওজন ১½ মণের বেশী নহে, তাহারা চতুর্থ তালিকা-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করিলে, তাহাদের শারীরিক উন্নতি হইবার আশা করা যাইতে পারে।

৩য় তালিকা

১ মণ ৩০।৩৫ সের ওজনের পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবকদিগের
উপযুক্ত পরিমাণ দৈনিক খাদ্য।

খাদ্যসামগ্রী (রান্না)	পরিমাণ
চাউল	২½ ছটাক
ডাল	১ "
মাছ বা মাংস	৩ "
আলু	৫ "
ময়দা বা আটা	৫ "
সুজী	১ "
ঘৃত ও তৈল	½ "
চিনি	½ "
দধি	২ "
লবণ	½ "
মসলা	যথাপরিমাণ

উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্য হইতে দিবসে ৩০৫ গ্রেণ নাইট্রোজেন, ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বণ এবং ৩০০০ ক্যালরি পরিমিত তাপ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই দুধ খাইতে নারাজ, সেই জন্য এই তালিকা হইতে দুধ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৪র্থ তালিকা

সহজপরিশ্রমী দেড় মণ ওজনের বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্য।

খাদ্যদ্রব্য (কাঁচা)	পরিমাণ (ছটাক)
চাউল	৩
আটা বা ময়দা	৫
ডাল	১½
মাছ বা মাংস	২½
আলু	২
অন্যান্য তরকারী	২
ঘৃত ও তৈল	½
দুগ্ধ	৮
লবণ	½
মসলা	যথাপরিমাণ

এই পরিমাণ খাদ্য হইতে ২৫১ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্, ৪৫০৭ গ্রেণ্ কার্ব্বণ্ এবং ২৮০৪ ক্যালরি-পরিমিত তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে যে সকল কথা এ পর্য্যন্ত আপনাদের বলিয়াছি, ছায়াচিত্র সাহায্যে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এই স্থলে বক্তা ১৮ খানি ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন। ভারতবর্ষের শিখ, রাজপুত, পাঠান, সেপালী, ভুটিয়া, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিত্র প্রদর্শন করেন এবং তাহাদের শারীরিক বিকাশের প্রভেদ দেখাইয়া বলেন যে, অপর সকল জাতিই দৈনিক খাদ্যের সহিত প্রায় ২ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করে, কেবল বাঙ্গালী ও উড়িয়া সাধারণতঃ ১ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ পায় না। এই ছানাজাতীয় পদার্থের অভাবে বাঙ্গালী ও উড়িয়াদের শরীর এত শীর্ণ ও দুর্ব্বল। এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

সময়—২৫শে শ্রাবণ ১৩২৬, ১০ই আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি (সভাপতি)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীবিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ,—সম্পাদক

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়-লিখিত "নরহরি সরকারের" জীবন-চরিত, ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—অদ্যকার আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "নরহরি সরকারের জীবন-চরিত" নামক প্রবন্ধ-পাঠ অন্যতম। এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ৭টার ট্রেণে আবার বাড়ী চলিয়া যাইবেন। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করি, ১—৩ সংখ্যক আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া প্রথমেই উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করা হউক। উপস্থিত সভ্যগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলে, সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন এবং তিনি উক্ত প্রবন্ধের জন্য পরিষদের বিজ্ঞাপিত "শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার ২৫৲ টাকা" পাইয়াছেন, এই কথা জানাইয়া, সভার সমক্ষে তাঁহাকে উক্ত পুরস্কার (২৫৲) প্রদান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার লিখিত "নরহরি সরকারের জীবন-চরিত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। তবে একটি কথায় আমার আপত্তি আছে। বৃন্দাবন দাস, তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে ঈর্ষাবশতঃ নরহরি সরকার ঠাকুরের নাম উল্লেখ করেন নাই, প্রবন্ধকার যাহা বলিয়াছেন, এ কথা ঠিক নহে। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতই নিজেকে প্রকাশ

করিতে ইচ্ছা করেন না। সম্ভবতঃ সরকার ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমেই বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভাগবতে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বৃন্দাবন দাসকে এইরূপ ভাবে যে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা অন্যায়।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—ভগবৎকথা সুকৃতি না হইলে শোনা যায় না। সাহিত্য-পরিষদে আজ অনেক দিন পরে ভক্তের কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গালা ভাষা পুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলেন,—প্রাচীন পদাবলীর মধ্যে এমন সব জিনিষ আছে, যাহা কঠিন দার্শনিক বিষয়কে প্রাঞ্জল করিয়া দেয়। বৈষ্ণব কবিতা বড়, কি আধুনিক কবিতা বড়, তাহা হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয়। এইরূপ প্রবন্ধের এরূপ আলোচনায় প্রবন্ধলেখক ধন্য, সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য, আমরাও ধন্য।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি যেরূপ হৃদয়গ্রাহী, সেইরূপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে। যাঁহারা প্রবন্ধটি শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় অতি উচ্চ। লেখক মহাশয় বয়সে নবীন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও ভক্তি-ভাবে প্রবীণ। বাংলা দেশ গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবে ধন্য, আবার বাংলা ভাষা ধন্য—বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাবে। বৃন্দাবন দাস নরহরি ঠাকুরকে দেখিতে পারিতেন না, ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। পরম-বৈষ্ণব ভক্ত-শ্রেষ্ঠ দুই জন মহাপুরুষের মধ্যে ওরূপ বিদ্বেষ ভাব থাকা সম্ভবপর নহে। প্রবন্ধলেখক যে ঘটনাটি এই বিদ্বেষের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ১ম মাসিক এবং ২য় ও ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যের নামের তালিকা পাঠ করিলে পর, নিম্নলিখিত মহোদয় পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীঅনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়, পাইকপাড়া রাজবাটী,—কাশীপুর পোঃ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, পুস্তক উপহারদাতাদের নাম এবং পুস্তকের নাম পাঠ করিলে পর, সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তকের নাম

শ্রীযুক্ত কঙ্কণাময় কর, ১। পদ্যগুচ্ছ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ২। শিবাজী, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, ৩। গোপীচন্দ্র, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৪। ইব্রীয় ধর্ম্ম, ডাঃ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, ৫। ডিজিজ অব ভাইট্যাল অর্গাণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। ময়ূখ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৭। উপাসনা, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ৮। অভি-

সম্পাত, শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, ৯। বৌদ্ধ-নীতি। Supdt. Govt. Printing, India. ১০। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. May 1919, Registrar, Calcutta University. ১১। Lectures on the Ancient History of India.

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "সধবার একাদশী" নামক গ্রন্থের প্রচার সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কোনও কর্ত্তব্য আছে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার জন্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিকট এই বিষয় উপস্থিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ পঞ্চাবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষড়্‌বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

বান্ধব

দুঃখের কথা যে, আলোচ্য বর্ষেও কোন নূতন বান্ধব পাওয়া যায় নাই। এমন কি, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে যাঁহারা "বান্ধব"-পদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া হিতৈষীকে আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও অদ্যাপি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পরিষৎকে কৃপা করেন নাই। বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ পরিষদের এই 'বান্ধব'-পদ গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে সমৃদ্ধ করেন এবং মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করেন, ইহা পরিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, সহায়ক ১৯ এবং সাধারণ (কলিকাতার ১৫৮৫ ও মফস্বলের ১৬১৯) ৩২১৪, মোট ৩২৫১।

বিশিষ্ট, আজীবন ও অধ্যাপক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট, আজীবন বা অধ্যাপক-সদস্যের নূতন নামের প্রস্তাব না আসায় পরিষৎ কোন নূতন বিশিষ্ট, আজীবন অথবা অধ্যাপক-সদস্যের নাম তালিকাভুক্ত করিতে পারেন নাই।

মৌলবী-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মানুসারে মৌলবী-সদস্য হইবার উপযুক্ত কোন নামের প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই। সুখের বিষয়, আজকাল মুসলমান বিদ্বন্মণ্ডলী বঙ্গ-বাণীর সেবায় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টির জন্য তাঁহারা যে প্রকার যত্ন ও ত্যাগ-স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সাহায্য পরিষদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরিষৎ আশা করেন, মৌলবীগণ পরিষদের নানাবিষয়িণী চেষ্টায় যোগদান করিয়া, পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন, অচিরে মৌলবী সদস্যের অভাব পূরণ করিবেন এবং আরবী ও পারসী ভাষা হইতে বিবিধ রত্নরাজি সংগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষাতে ঐগুলি প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিবেন।

সহায়ক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের ১৯ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়মানুসারে ৩ জনের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

তাঁহাদের পুনর্নির্বাচন আবশ্যক-বোধে বিগত চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত মৌলবী নূর আহম্মদ এবং বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এইরূপে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা ২০ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষমধ্যেই অন্যতম সহায়ক-সদস্য জ্যোতিঃ-প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। এই জন্য এই সংখ্যা ১৯ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে উক্ত সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদন, পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি রচনা, পুথি সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পরিষদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আশা করা যায়, অন্যান্য সহায়ক-সদস্যগণ আগামী বর্ষে পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

সাধারণ-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পরিষদের কলিকাতাবাসী সাধারণ সদস্য ১৫৯৫ জন ছিলেন। তন্মধ্যে ২৭১ জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ১১ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে মফস্বলের সদস্য-সংখ্যা ১৬১৯ ছিল। তন্মধ্যে পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় জন্য ৫১৪ জনের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, ২০ জনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ২৬ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী সদস্যগণের মধ্যে ১৩জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বলের ১১জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতায় ১০৬৬ জন ও মফস্বলে ১১০৯ জন সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ২৪৫৫ হইয়াছিল।

বহু দিন হইতে অনেক সদস্যের নিকট বহু টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছিল। তাঁহাদিগকে উক্ত চাঁদা শোধ করিবার জন্য নানা সুবিধাজনক সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা পরিষদের আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। এই জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বহু দিন-ব্যাপী আলোচনার পর তাঁহাদিগের নাম সদস্য তালিকা হইতে বাদ দিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। এখনও যাঁহারা চাঁদা বাকী রাখিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া, সদস্যের পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া, পরিষৎকে উপকৃত করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

সদস্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা হইতেছে—শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদিগের পরিষদের সদস্য-পদ-গ্রহণ। এত দিন আমাদের পরিষদে বিদুষী ভদ্রমহিলা কেহই সদস্য ছিলেন

না। আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন তারিখের দশম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়া পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি যথারীতি সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইয়াছে,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, মৌলবী ০, সহায়ক ২০, সাধারণ (কলিকাতার ১৩৪৬, মফস্বলের ১১০১)—২৪৫৫, মোট—২৬৯৩।

নূতন সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব দ্বারা পরিষদের বলবৃদ্ধিতে যে সকল সদস্য পরিষদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্য-সেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১ জন সহায়ক সদস্যের এবং ৩২ জন সাধারণ-সদস্যের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পরিষৎ ইঁহাদের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

সহায়ক সদস্য—১। জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ। সাধারণ-সদস্য—২। অখিলচন্দ্র রায়। ৩। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৪। ও, এস, অচ্যুতরাও। ৫। কালীপদ বসু। ৬। কালীকান্ত মৈত্রেয়। ৭। কুলদাকিঙ্কর রায়। ৮। রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর। ৯। কৃষ্ণলাল চৌধুরী। ১০। গঙ্গানারায়ণ রায়। ১১। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২। গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩। গৌরমোহন শীল। ১৪। জানকীনাথ পাড়ে। ১৫। জিতেন্দ্রনাথ রায়। ১৬। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী। ১৭। ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। ১৮। নিখিলনাথ মৈত্র। ১৯। কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি। ২০। বঙ্কিমচন্দ্র রায়। ২১। বিনয়েন্দ্রনাথ সিংহ। ২২। বৈদ্যনাথ ঘোষ। ২৩। ভাগ্যধর মল্লিক। ২৪। মণিমোহন মুখোপাধ্যায়। ২৫। কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর। ২৬। যাদবগোবিন্দ রায়। ২৭। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর। ২৮। রামদেব মুখোপাধ্যায়। ২৯। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। ৩০। রাধিকামোহন সেন। ৩১। শরচ্চন্দ্র দেব। ৩২। ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায়। ৩৩। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩৪। শ্রীশচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর। ৩৫। সতীশচন্দ্র বসু। ৩৬। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩৭। হরিদাস নন্দী। ৩৮। হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ৩৯। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ৪০। হারাণচন্দ্র মিত্র।

উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নোক্ত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের পরলোক-গমন ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষভাবে দুঃখিত।

১। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি গত ১৩০১।১৩০২ বঙ্গাব্দে পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। ২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ৩। যোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। ৪। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। ৫। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। ৬। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ৭। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, পি আর এস মহাশয়ের মৃত্যু পরিষদের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। পরিষদের শৈশবাবস্থায় ১৩০২।৩ বঙ্গাব্দে পরিষৎ যখন স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আশ্রয়ে লালিতপালিত হইতেছিল, সেই সময় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সম্পাদকরূপে পরিষদের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ উক্ত রাজবাড়ী হইতে অন্যত্র উঠিয়া আসিলে পর, তিনি রাজবাড়ীতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-সভা'র সম্পাদক হইয়াছিলেন; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিষয় বঙ্গদেশবাসীর নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত দুঃখিত। ৮। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়। ৯। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০। পণ্ডিত মোহম্মদ রেয়াজদ্দিন।

বার্ষিক অধিবেশন

১৩০৫, ২রা আষাঢ় তারিখে চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন: কয়েক জন সদস্যের রাজসম্মান-লাভে আনন্দ প্রকাশের পর গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ, আলোচ্য বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিজ্ঞাপন, আলোচ্য বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফল বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে কতিপয় সহায়কসদস্য নির্ব্বাচন ও কতকগুলি পুরস্কার-প্রবন্ধ পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১০টি সাধারণ ও ৯টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। নিম্নে অধিবেশনে আলোচিত বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল।—

তারিখ — প্রবন্ধ ও লেখক

প্রথম মাসিক অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, রবিবার—"মহাকবি সঞ্জয়", শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৯শে ভাদ্র, রবিবার—"আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর সমালোচনা," শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, রবিবার—"কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি-সমূহ," শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৭শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—"পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়," শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এল এম এস্।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৫শে অগ্রহায়ণ, বুধবার—"অদৃশ্যবায়ু বা শারীরিক সমীরণ" সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতা। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি বক্তা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—"মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস," ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২৯শে পৌষ, রবিবার—"ভারতচন্দ্রের সমালোচনা," শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৮শে পৌষ, রবিবার—(ক) "আলোচনা," শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (খ) "মৌলবী মোহাম্মদ শরীয়তুল্লাহ মহাশয়লিখিত শব্দকোষ আলোচনা,"—মৌলবী নজীর আহমদ। (গ) "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা"—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নবম মাসিক অধিবেশন—২৬শে মাঘ, রবিবার—"ডবাকের সংস্থান," শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

দশম মাসিক অধিবেশন—১৮ই ফাল্গুন, রবিবার—(ক) "সমবটের পূর্ব্বে"—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম এ। (খ) "এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাহাদুর, এম এ। (গ) "আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাহাদুর, এম এ।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ।

নবম মাসিক অধিবেশন—প্রাচীন মুদ্রা ২টি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্।

বিশেষ অধিবেশন

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়-প্রবর্ত্তিত বক্তৃতামালার অন্তর্গত চতুর্থ বক্তৃতা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় "শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের কৃতপূর্ব্ব অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য, বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র সুপণ্ডিত, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের অন্যতম

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুত অবিনাশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযু। প্রবোধকুমার দাস মহাশয়, তাঁহার পিতার তৈলচিত্র স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। সেই চিত্রই এই অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন ৫ই আশ্বিন, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সহকারী সভাপতি মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়-রচিত একটি গীত গান করেন। শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ শ্রীযুত তারেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং সভাপতি মহাশয় মনোমোহন বাবুর গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মনোমোহন বাবুর পৌত্র, চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের অঙ্কিত ও তাঁহাদের প্রদত্ত চিত্রখানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—১০শে পৌষ, শনিবার। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে মাঘ, শনিবার, পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। পরিষদের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পরিষদের গঠন ও উন্নতির জন্য যিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ এই চিত্রপ্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে সামান্য চেষ্টা করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। (এই অধিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ পরিষৎপত্রিকায় মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে)।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২৬শে মাঘ, রবিবার। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ শ্রীযুত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুত সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত ও সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় ডাক্তার করের গুণাবলী আলোচনা করেন।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—১৬ই ফাল্গুন, শনিবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত শিবোর প্রণীত সভ্যতার ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতা হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুত চুণীলাল বসু মহাশয় "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্যর শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার। এই অধিবেশনে উক্ত বক্তৃতামালার অন্তর্গত ষষ্ঠ বক্তৃতা হয়। রায় শ্রীযুত চুণীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। মাননীয় ভাইস চান্সেলার স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-সভার বিশেষ অধিবেশন—১৮ই চৈত্র, রবিবার। স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে পরিষদের উক্ত স্মৃতিসমিতির অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন, রায় শ্রীযুত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুত আশুতোষ মল্লানবীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত ক্ষীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু মহাশয়গণ কবির সম্বন্ধে আলোচনা করেন। (পরিষৎ-পত্রিকায় এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য)।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বঙ্গ-ভারতীর অন্যতম বরপুত্র, কবিবর নবীনচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পরিষদের পক্ষে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। গত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ কবিবরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তৎপরে পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি যাহাতে উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়, তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের একটি স্মৃতিসমিতি গঠিত হয়। উক্ত স্মৃতিসমিতি এত দিনের চেষ্টায় কবিবরের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য

পরিষৎ উক্ত মূর্ত্তি সমিতির নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষৎ এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন।

পরিষদে ধারাবাহিক বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা

গত চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, পরিষদের সভাপতি জগন্মান্য শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গদেশের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদনুসারে আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় মারাঠা ইতিহাসান্তর্গত 'শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন এবং আলোকচিত্রের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করেন। পরিষৎ আশা করেন, বঙ্গদেশের অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরিষদের এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবেন। যাঁহারা এই ভাবে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মাতৃভাষায় এইরূপ বক্তৃতার উপযোগিতা দেশমধ্যে যতই অনুভূত হইবে, ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য তত উপাদানসমূহ নির্ণীত হইবে। এই সকল বক্তৃতা স্থায়িভাবে সাহিত্যে সুরক্ষিত হইয়া, বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনাকারিগণের পক্ষে যাহাতে বিশেষ সহায়ক হয়, অচিরে উহার ব্যবস্থা করিলে সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর বক্তৃতার জন্য রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিষৎকে ব্যবহার করিতে দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য উক্ত লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় উক্ত ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিচালন করিয়া শ্রীযুত চুণীবাবুর বক্তৃতা বুঝাইবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন।

কার্য্যালয়

কর্ম্মাধ্যক্ষ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন,—

সম্পাদক—	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক—	„ কিশোরীমোহন সাঁতরা
	„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	„ অমিতচন্দ্র মিত্র
	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রিকাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ধনাধ্যক্ষ—	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ—	সুশীলকুমার দে
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
ছাত্রাধ্যক্ষ—	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। তিনি অল্প দিনের জন্য কাজ করিয়া নিজ সাংসারিক কার্য্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন বলিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-বিভাগের, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন, শাখা পরিষৎ ও পরিষদের যাবতীয় মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের ও নূতন সদস্য-নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কার্য্যের এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। এই সকল সহকারী সম্পাদকগণের আন্তরিক যত্ন ও বিশেষ পরিশ্রম ব্যতীত সম্পাদকের পক্ষে পরিষদের কার্য্য সম্পাদন একরূপ অসম্ভব হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক এই জন্য ইহাঁদিগকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া যে ভাবে পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ কার্য্য ব্যতীত পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের নাটকের তালিকা-মুদ্রণ শেষ হইয়াছে ও গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। চিত্রশালাটি যাহাতে আদর্শ চিত্রশালায় পরিণত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। চিত্রশালার দ্রব্যাদির শৃঙ্খলাবদ্ধ তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় ছাত্র-সভ্যগণ বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে প্রাচীন পুথি, বঙ্গের ইতিহাস, মারাঠা জাতির ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ভারত-তত্ত্ব জানিবার উপাদান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়াছেন। এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন জন্য পরিষৎ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আয় ব্যয় পরীক্ষকের কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। পরিষৎ এই বন্ধুগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহে বহু সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন,

(ক) সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৪। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
৬। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
৭। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৮। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৯। „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১০। „ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর
১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
১২। „ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
১৪। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। „ হেমেন্দ্রলাল রায়
১৬। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৭। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮। „ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার
১৯। „ রমাপ্রসাদ চন্দ
২০। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

(খ) শাখা পরিষদের প্রতিনিধিগণ

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী—(বরিশাল)
২। „ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—(চট্টগ্রাম)
৩। „ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (বহরমপুর)
৪। „ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—(নদীয়া)
৫। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর)

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১৬টি সাধারণ ও ৩টি বিশেষ "অধিবেশন" হয়। এতদ্ব্যতীত ৬ বার পত্রব্যবহার দ্বারা (meeting in circulation) কার্য্য-নির্ব্বাহক-

সমিতির মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিও আলোচিত হইয়াছিল —

১। বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণমধ্যে জানান হইয়াছিল যে, পরিষদের নিয়মাবলী সংস্কার ও পরিবর্ত্তন প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্য আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইয়াছে। তদনুসারে গত ১৪ই শ্রাবণ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের নির্দ্দেশমত উক্ত প্রস্তাবগুলি এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রেরিত কতকগুলি প্রস্তাব আলোচনার জন্য এক শাখাসমিতি গঠিত হয়। এই শাখা-সমিতি গত ১৪ই মাঘ তারিখের অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব-গুলি আলোচনা করেন এবং সমিতির নির্দ্দেশ-মত পূর্ব্বপ্রস্তাব ও সমিতির গৃহীত প্রস্তাব একত্রে সদস্যগণের নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সদস্য-গণের নিকট হইতে যে সকল মতামত পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে উক্ত মতামতগুলি আলোচিত হইয়া, উক্ত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য সহ সদস্যদের এক সাধারণ বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হইবে; আশা করা যায়, আগামী মাঘ উক্ত দুইটি বিশেষ অধিবেশনই আহূত হইয়া নিয়মাবলী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবে।

২। পরিষৎ-পুস্তকালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন। ৩। পরিষদের চিত্রশালা সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন। ৪। কবিবর কৃষ্ণ কমল মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্য কবি-বরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দুর্দ্দিনসঙ্গীতের দলিলের খসড়া মঞ্জুর।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা ভাস্করের সহিত মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি নির্দ্ধারণ এবং এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ অর্থ-সংগ্রহ জন্য সমিতি গঠন। এ যাবৎ ৯৮৩৲ টাকা এই তহবিলে আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০৲ টাকা ভাস্করকে দেওয়া হইয়াছে এবং মূর্ত্তিনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৬। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই ভাণ্ডারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের উপর সম্পূর্ণ ভার প্রদত্ত হইয়াছে ও এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্নে এ পর্য্যন্ত ৪৮৲ টাকা সাহায্য সদস্য-গণের নিকট সংগৃহীত হইয়া, চণ্ডীবাবুর পত্নীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সমিতি তজ্জন্য শ্রীযুত বনওয়ারি বাবুর নিকট ও সাহায্যদাতৃগণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

৭। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৮। সরিদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৯। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের (সমাচারদর্পণের) শতবার্ষিক উৎসব জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১০। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১১। দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়ায় পরিষদের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণকে এক মাসের বেতন এবং আগামী বর্ষে মাসিক ৪৲ । ৫৲ টাকা হিসাবে এক বৎসরের জন্য অতিরিক্ত দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

১২। বাঁকীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে সম্মিলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সম্মিলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে মতামত দিবার জন্য ঐ শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক পরিষৎ অনুরুদ্ধ হওয়ায়, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় পরিষৎ তাঁহাদের মন্তব্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ। যেহেতু উক্ত নিয়মাবলী গৃহীত হইলে সম্মিলনের সহিত পরিষদের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। তাহাতে সম্মিলনের উন্নতির পক্ষে বাধা ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

১৩। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব-ক্রমে বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার কি প্রকার হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১৪। পিয়নগণের থাকিবার ঘর, পায়খানা, জলের কল প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের নানা শাখা-সমিতিতে—ছাপাখানা-সমিতি, পুস্তকালয়-সমিতি, আনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতি, বিভিন্ন স্মৃতি-সমিতি প্রভৃতি সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া এবং অন্য উপায়ে পরিষদের নানা অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বরকমে মোট আয় ১৭২২৩৸৩ টাকা, পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ২২৫।৶৩ টাকা, একুনে মোট জমা ১৮১৪৯৶৯ টাকা। মোট ১৮০৪৬৸৩ টাকা ব্যয় হইয়া বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ১০৩৶৬ টাকা আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২২০৬৯৷৶৮ টাকা কোম্পানীর কাগজাদি ও ডাকঘরে মজুত আছে। আজ তিন চারি বৎসর ধরিয়া অনেক সদস্যের বাকী চাঁদা আদায় করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করা হইতেছিল। এমন কি, তাঁহাদের বাকী চাঁদার ৯ অংশ বাদ দিয়া ১/৯ অংশ লইয়া চাঁদা শোধ করিবার ব্যবস্থা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও চাঁদা আদায় না হওয়ায় গত ৪ঠা চৈত্র, ১৩২৫ তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে ৭৪৭ জন সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরিষৎ তাঁহাদিগকে হারাইলেন। যাহাতে তাঁহাদিগকে হারাইতে না হয়, তজ্জন্য বহুবিধ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। কিন্তু কোনও ফল না হওয়ায় বাধ্য হইয়া পরিষদের সদস্যগণের তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। পরিষৎ তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত। মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত চাঁদা নিয়মিত আদায় হয় না বলিয়াই প্রতি বৎসর ৺পূজার সময় ও চৈত্র মাসে ঋণ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ শোধ করা হয় বটে, কিন্তু পরিষদের সদস্যগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দেয় মাসিক চাঁদা নিয়মিত প্রদান করেন, তাহা হইলে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হয় না এবং বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত অর্থ-সমষ্টিও বৃদ্ধি হইতে পারে। সদস্যগণের দেয় মাসিক চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের যাবতীয় কার্য্য আরম্ভ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যথাসময়ে চাঁদা আদায় না হওয়ায় বর্ষশেষে প্রারব্ধ কার্য্য শেষ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হয়। পরিষদের সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন বাঙ্গালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মমত দৈনিক অন্ততঃ একটি পয়সা ভিক্ষা দান করিয়া পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করেন। আশা করি, আগামী বর্ষে সদস্যগণের চাঁদা আদায় দ্বারাই পরিষদের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

সাধারণ স্থায়ী তহবিল

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে সাধারণ স্থায়ী তহবিল হইতে যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল, বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে তাহার কিছুই পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। বজেটে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু চাঁদা আদায় কম হওয়ায় উক্ত তহবিলের দেনা শোধ করিতে পারা যায় নাই। এখনও উক্ত

তহবিলে প্রতিশ্রুত দান ১৭ ২৫৲ টাকা অনাদায় রহিয়াছে। এই দান পাওয়া গেলে, তাহার সুদ হইতে পরিষদের সাধারণ তহবিলের আয় বৃদ্ধি হইয়া, সাধারণ স্থায়ী তহবিলের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দেনা কিছু কিছু শোধ করা যাইতে পারে। আশা করি, পরিষদের হিতৈষী সহৃদয় দাতা মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক অচিরে নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডার পূরণ করিবেন।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

এ বৎসরও গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে প্রতিশ্রুত ৩৫১২।০ টাকার মধ্যে কিছুই আদায় হয় নাই। উক্ত দান পাওয়া গেলে সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী তহবিল হইতে এই হিসাবে যে টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই শোধ হইতে পারিত। অধিকন্তু পরিষৎ মন্দিরে নিত্য ব্যবহারোপযোগী জলের কল ও শৌচাগার প্রস্তুতের ব্যয়ের অনেকাংশ এই টাকায় হইতে পারিত। অর্থাভাববশতঃ এত দিন তাহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইহার অভাবে এই অসুবিধা হইতেছে যে, আর তাহা স্থগিত রাখা যায় না। সেই হেতু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই কার্য্যের জন্য বজেটে টাকা ধরিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের ছাদ সংস্কার না করিলে আদৌ চলিবে না। তাহাতে কিঞ্চিদধিক এক সহস্র টাকা এবং পিয়নদিগের থাকিবার ঘর, জলের কল ও শৌচাগার প্রস্তুত করিবার জন্য আনুমানিক এক সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। বর্ত্তমান বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৫০০। পরিষদের সদস্য মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে পরিষদের ন্যায় জাতীয় অনুষ্ঠানের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পূরণ হইয়া যায়। তজ্জন্য সদস্য মহোদয়গণের নিকট আবেদন, যেন তাঁহারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া, বাঙ্গালীর এই জাতীয় অনুষ্ঠানের অভাব মোচন করেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

সাহিত্য-পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় নিয়মিতভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় পরিষদের হিসাবের জটিলতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হইয়াছে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতার জন্য তাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

এখন পরিষদের হিসাব-বিভাগের কার্য্য এত অধিক যে, তাহা নিয়মিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে [illegible] সম্ভবপর নহে। বিল ও ভাউচার নিয়মিত পরীক্ষা না করিলে [illegible]

ও উন্নতি করিবার কোনও আশা দেখা যায় না। অথচ এই দুই বিভাগের কার্য্যের উপরেই পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক সময় আয়-ব্যয়-বিভাগের অনেক বিষয়ে শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কাজেও অনেক সুবিধা হইয়াছে। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, অন্যতম সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া, পরিষদের সদস্যগণের নিকট হইতে বাকী চাঁদা আদায় ও নূতন সদস্য সংগ্রহ ও পরিষৎ-পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া পরিষদের অনেক সহায়তা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া এক দিন তিনি যে কমিশন পাইতেছিলেন, তাহা গত বৎসর হইতে লইতে বিরত হইয়াছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, ভবিষ্যতেও শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের এইরূপ সহায়তা করিয়া, পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহের পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইবেন না।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালার অধ্যক্ষ পদে ডাঃ শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বহু দিন হইতে পরিষদের চিত্রশালা যেরূপভাবে দিন দিন বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, তাহাতে উহার কার্য্যপ্রণালী বিধিবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছিল। আলোচ্য বর্ষের প্রথম ভাগে চিত্রশালার খসড়া নিয়মাবলী আলোচনা করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়; সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত নিয়মাবলী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গত অগ্রহায়ণ মাসে পরিগৃহীত হইয়াছে। নিয়মানুসারে চিত্রশালার দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন-মত অস্থায়ী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি মঞ্জুর করিয়াছেন। মূর্ত্তি প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মুদ্রাগুলির তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু পরিষৎকার্য্যালয়ের প্রধান কার্য্যকারকের অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে তাঁহার পুনঃ পুনঃ বিদায় গ্রহণ নিবন্ধন অস্থায়ী কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে নাই। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে অন্যান্য বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইবে। প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রভৃতি যথাযথ সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার জন্য আধারের বিশেষ অভাব রহিয়াছে এবং প্রাচীন চিত্রাদি রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন। আগামী বর্ষে এইরূপ আলমারি প্রস্তুতের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অনেক গণ্যমান্য দর্শক চিত্রশালা দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগতা পত্নী স্বর্গীয়া ভাগ্যেশ্বরী দাসী ১৪ টি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বৈদেশিক রৌপ্যমুদ্রা চিত্রশালায় উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের অশেষ ধন্যবাদভাজন। ঐ ১৪ টি মুদ্রা বিশিষ্টেরা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

১। রৌপ্যমুদ্রা—শাহ্ আলম ২য় (১৭৫৯—১৮০৬ খৃঃ) মুরশিদাবাদ টাকশাল।
২। ঐ ঐ ঐ ঐ
৩। ঐ অর্দ্ধমুদ্রা ঐ ঐ ফরুকাবাদ টাকশাল।
৪। ঐ মুদ্রা রুদ্রসিংহ (আসাম) শক—১৬৩৫ = ১৭১৩ খৃঃ।
৫। ঐ ঐ আসামের রাণী প্রমথেশ্বরী দেবী—রাজা শিবসিংহের স্ত্রী, শ—১৬৫২ = ১৭৩০ খৃঃ
৬। ঐ ঐ আসামরাজ শ্রীশিবসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীসর্ব্বেশ্বরী দেবী শ ১৬৬৬ = ১৭৪৪ খৃঃ। রাজ্যাঙ্ক ৩১
৭। ঐ ঐ রাজেশ্বর সিংহ (আসাম) শ—১৬৭৪ = ১৭৫২ খৃঃ
৮। ঐ ঐ আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ। শ—১৬৯৫ = ১৭৭৩ খৃঃ
৯। ঐ ঐ ½ মুদ্রা, আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ—তারিখ নাই।
১০-১১। ঐ ¼ মুদ্রা, আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহ—তারিখ নাই।
১২-১৩। ঐ ½ মুদ্রা ঐ ঐ ঐ
১৪। ঐ ঐ ¼ মুদ্রা ঐ ঐ ঐ

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ১০৯৪ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ১৪১ খানি ইংরাজী পুস্তক, ৩ খানি সংস্কৃত পুস্তক ও ৪ খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৭৯ খানি বাঙ্গালা, ১৩৯ খানি ইংরাজী, ৩ খানি সংস্কৃত ও ৪খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত বিবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক গ্রন্থাগারে উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রমধ্যে ৫ খানি দৈনিক, ৪৪ খানি সাপ্তাহিক, ৫ খানি পাক্ষিক, ৭২ খানি মাসিক ও ৩ খানি ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা ও ইণ্ডিয়া গেজেট গবর্ণমেণ্টের

নিকট হইতে নিয়মিতভাবে পাওয়া গিয়াছে। [সাময়িক পত্রিকার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

আলোচ্য বর্ষে মার্কিণদেশস্থ Smithsonian Institution হইতে ২৩ খানি ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকা এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে কতকগুলি বাঙ্গালা ইংরাজি প্রভৃতি বিবিধ ভাষার পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে ৯৭৭ খানি বাঙ্গালা পুস্তক তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে অবশিষ্ট পুস্তকগুলির তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য শেষ হইবে।

গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পরিষদের উন্নতিকল্পে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি অর্থ দান করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিতে আসিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মিউনিসিপ্যালিটির দান বাড়াইয়া দিবার জন্য আমাদের আবেদন যথেষ্ট সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটি ৫২৫৲ হইতে ৬৫০৲ টাকা (ইহার অধিকাংশ টাকা গ্রন্থক্রয়ে ব্যয় করিতে হইবে, এই সর্ত্তে) বাৎসরিক দান বৃদ্ধি করিয়া পরিষৎকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে নাটকের তালিকা-মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সদস্যগণের নিকট শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। অতঃপর জীবন-চরিতের তালিকা মুদ্রণ আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রধানতঃ কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও অন্যান্য কারণের জন্য পুস্তকতালিকা ছাপার কার্য্য তত অগ্রসর হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পুস্তক-তালিকার অন্যান্য অংশ ছাপার ব্যবস্থা করা যাইবে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পাঠাগার ও সদস্যগণের পুস্তক লইবার জন্য গ্রন্থাগার বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

আলোচ্য বর্ষে বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির বাছাই ও তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ ভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

পুথিশালা

১৩২৫ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ৩৭৫৩ ছিল। তৎপরে পরিষদের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ২৮ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ২০ খানি শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রদত্ত। পূর্ব্বসঞ্চিত পুথির রাশি হইতে বিভিন্ন পাতা মিলাইয়া ৯৬ খানি পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৩৭৭৭ হইয়াছে।

[পুথির সংশোধিত তালিকা]

বাঙ্গালা	পুথি ...	২৩৬৪
সংস্কৃত	„ ...	১২৫৫
অসমীয়া	„ ...	৩
ওড়িয়া	„ ...	৩
হিন্দী	„ ...	২
ফার্সী	„ ..	১২
তিব্বতীয়	„ ...	১৩৭
ইংরাজী	„ ...	১
		৩৭৭

একজন সহকারীর সাহায্যে সাড়ে তিন মাসে সংস্কৃত পুথির তালিকা সম্পূর্ণ করা হয়। ৬২৫ খানি পুথি রেজেষ্টারিভুক্ত এবং ১৬০ খানি পুথির ৬০০ শত পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ১০০ শত খানিতে পুথি ও রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্রসংখ্যাযুক্ত বিভাগ দেওয়া হয়। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির তালিকা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। নিম্নে বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির শ্রেণীবিভাগ, তথা সংখ্যা-নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

পুঁথিশালায় রক্ষিত পুথির শ্রেণী-বিভাগ ও সংখ্যা

১	ডাক	১	১৫	জগন্নাথচরিত্র	১২
২	ধর্ম্মমঙ্গল	৬	১৬	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৮৪
৩	রামায়ণ	২১২	১৭	বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র	৯
৪	মহাভারত	৫২৮	১৮	ধর্ম্ম ও উপাসনাতত্ত্ব	২৬৭
৫	ভাগবত	৮৩	১৯	সূর্য্যের পাঁচালী	২
৬	অপরাপর পুরাণের অনুবাদ	১৪	২০	শিবায়ন	৭
			২১	ভৈরবমঙ্গল	২
৭	পৌরাণিক ক্ষুদ্র উপাখ্যান	৪৫৫	২২	রায়মঙ্গল	২
৮	পদ্মাপুরাণ (মনসা)	২১	২৩	শনির পাঁচালী	৬
৯	চণ্ডী ও দুর্গামঙ্গল	৫৭	২৪	সত্যনারায়ণ	৩১
১০	লক্ষ্মীচরিত্র	১১	২৫	লৌকিক উপাখ্যান	৯
১১	শীতলা-মঙ্গল	২	২৬	গান ও ছড়া	১
১২	গঙ্গামঙ্গল	৪	২৭	বিবিধ	২৯৫
১৩	পদাবলী	৬৯			
১৪	চরিতাখ্যান	১৬৪			২৩৬৪

ছাত্রসভ্য

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভার পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এই অধিবেশনগুলিতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ, সম্পাদন এবং পুথির উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ মহাশয় মারাঠা ইতিহাস ও তাহার উপাদান বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রাগৈতিহাসিক ভারত-তত্ত্ব জানিবার উপাদান ও সার্থকতা সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এস্ মহাশয় নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়ে ছাত্রসভ্যগণের সহিত আলাপ ও আলোচনা করেন। এই জন্য ইঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী এবং ইহাঁদিগকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরিষদের পুরাতন ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত, বাখরগঞ্জ জেলা হইতে সিদ্ধেশ্বরী ও বাসুদেবের ফটো তুলিয়া এবং এ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ফটো তুলিবার জন্য তাঁহাকে পরিষৎ হইতে ১০৲ খরচ বাবদ দেওয়া হইয়াছিল। দৌলতপুরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথাকার জোড় বাঙ্গলার ইতিহাস ও নানা স্থানে প্রাচীন মুদ্রাদি সংগ্রহ করিতেছেন। কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শঙ্খসংগ্রহ, ছড়া প্রভৃতি পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল ছাত্রের উৎসাহ প্রশংসনীয়।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ৬৬ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন। এই বর্ষে মাত্র ৪ জন ছাত্র সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ৭০ জন ছাত্রসভ্য তালিকাভুক্ত আছেন।

আলোচ্য বর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য কলেজ বন্ধ থাকায় ছাত্রসভার কাজ অনেক দিন ধরিয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই আশানুরূপ উদ্যম সহকারে সভার কার্য্যে যোগদান করেন নাই ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তাঁহাদের নিকট হইতে পরিষৎ নানা সাহিত্যিক বিষয়ে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষার দাবি উপেক্ষা করিবেন না। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনিল রায় শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত প্রমুখ দুই চারিজন ছাত্রসভ্যের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পরিষৎ প্রতি বর্ষে ছাত্রসভ্যগণের কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য বর্ষে বর্ষে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত দুই তিন বৎসর হইতে তাঁহারা উপযুক্ত সাহিত্যালোচনা বা উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। ভরসা করি, আগামী বর্ষে এই পরিতাপের পুনরুল্লেখ আবশ্যক হইবে না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সম্পাদকতায় আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকায়

সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ থাকিয়া তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর সাহায্য ব্যতীত আবশ্যকমত অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ ঋণী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চবিংশ ভাগ চারি সংখ্যায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। বৎসারম্ভে বজেটে ২৪ফর্ম্মা পত্রিকা চারি সংখ্যায় ছাপা হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন অনুসারে উক্ত ২৪ ফর্ম্মার উপর আরও ২ ফর্ম্মা অতিরিক্ত ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি স্থানাভাব-বশতঃ অনেক মনোনীত প্রবন্ধ ছাপিতে পারা যায় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বর্ত্তমান সময়ে কাগজের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃই পত্রিকার কলেবর ক্ষীণ ও কাগজও কিছু পাতলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত চারি সংখ্যা পত্রিকায় শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত ১৩টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ব	৩
ভাষা-বিজ্ঞান... ...	২
ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব...	৫
বিজ্ঞান	১
সাহিত্য আলোচনা ...	২
মোট—	১৩টি

নিম্নে প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল,—

ভাষাতত্ত্ব

(ক) "অকারতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অকারের যথার্থ উচ্চারণ কি, বৈদিক সাহিত্যে ইহার উচ্চারণ কিরূপ ছিল, পাণিনি ও প্রাতিশাখ্য-গ্রন্থের রচনার পূর্ব্ব হইতেই এই অ-কারের উচ্চারণ কিরূপে বিকৃত হইতে আরম্ভ হয়, বিভিন্ন প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে শাস্ত্রী মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। কেবল ভারতীয় ভাষায় নহে, অবেস্তার ভাষায়ও অকারের এইরূপ বিকৃত অর্থাৎ ওকারের ন্যায় উচ্চারণ ছিল, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ-প্রথা উত্তর-ভারতে বৈদিক কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া, বৈদিক ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক ভাষাসমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অকারের বিকৃত ও সংবৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পালি, প্রাকৃত, বাঙ্গালা,

মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী ও সিংহলী ভাষায় ইহার উচ্চারণ কিরূপ, তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে বৈদিক সংস্কৃত, লৌকিক সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় কোথায় কি ভাবে অকার প্রশ্লেষ অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত উদাহরণ দিয়া এবং আলোচনা করিয়া, ইনি প্রবন্ধের শেষ করিয়াছেন।

(খ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শব্দকোষের আলোচনা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার অধিকাংশ শব্দই যে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(গ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধে মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—১ কোষের শব্দ, ২ বর্ণবিন্যাসের রীতি, ৩ নূতন অক্ষর, ৪ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

ভাষা-বিজ্ঞান

(ক) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপান্তর"—লেখক - মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল। (খ) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন"—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। এই দুইটি প্রবন্ধে লেখকদ্বয় কতকগুলি আরবী ধ্বনি বাঙ্গালা অক্ষরে নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যুক্তি সহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা উদাহরণ ও নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উক্ত সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর সহিত যে যে বিষয়ে তিনি একমত হইতে পারেন নাই, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

(ক) "কামাখ্যা-মন্দির" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত। ইহাতে তিনি প্রথমতঃ উক্ত মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিরূপণের চেষ্টা করিয়া, শেষে কোচ-বিহারের রাজা নরনারায়ণের প্রদত্ত মন্দিরসম্বন্ধে একখানি প্রস্তরলিপির পরিচয় এবং পাঠ

প্রদান করিয়াছেন। এই লিপির দ্বারা জানা যায় যে, কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দির কোচবিহারের রাজা জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক ১৪৮৭ শকাব্দ বা ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অসমীয়া বাঙ্গালায় লিখিত দরঙ্গরাজবংশাবলী নামে একখানি বই আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহাও তিনি এই প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন।

(খ) "সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল"। এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়। প্রথমতঃ সুতী গ্রামে প্রাপ্ত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ডের পরিচয়-প্রসঙ্গে পার্সী অক্ষরে লিখিত কয়েকখানি লিপির অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। শেষে সুতী গ্রামের প্রাচীনতা এবং তাহার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ১০৭৬—৭৭ খৃষ্টাব্দে চোড়গঙ্গ-দেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে মীরকাশিমের নিজামতীর সময় পর্য্যন্ত সুতী গ্রামে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, প্রবন্ধলেখক পর পর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বহু আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৈয়দ মর্ত্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(গ) "তাপসী রওশন আরা (আলোচনা)"। লেখক শ্রীরাখালদাস নাগ। ১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাপসী রওশন আরার জীবনচরিত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন বিষয়ে একমত হইতে না পারিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। (ঘ) ইহার পরবর্ত্তী দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ছোট প্রবন্ধে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

(ঙ) "কামরূপের শিলালিপি"—লেখক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত ২৮ খানি শিলালিপির পাঠ এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছেন। লিপির ভাষা অধিকাংশই সংস্কৃত—কয়েক-খানি আসামী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত।

বিজ্ঞান

(ক) "নিম্নবঙ্গের বিল" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি মহাশয় বরিশাল, খুলনা এবং চব্বিশপরগণার মধ্যে অবস্থিত তিনটি বৃহৎ বিলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই তিনটি বিলের উৎপত্তির সময় ও কারণ সম্বন্ধে ফার্গুসন সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক সেই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রায় ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র, রাজসাহী ত্যাগ করিয়া তাহার বর্ত্তমান

পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি বহুমুখে সমুদ্রে আসিয়া পড়িত। অনুমান হয়, তাহার মধ্যে তিনটি মুখ বা মোহানা প্রস্থে অত্যন্ত বড় ছিল। এই তিনটি মুখই উক্ত তিনটি বিলে পরিণত হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি অতি নিপুণতার সহিত সমিতির কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে উপযুক্ত-সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় ২টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। কত জন সভ্য উপস্থিত হইলে স্থগিত অধিবেশনের কোরাম হইবে, সে সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ প্রার্থনা করায় সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, তিন জন সভ্য উপস্থিত হইলে ছাপাখানাসমিতির যে কোন অধিবেশনের কোরাম হইবে। সমিতির তত্ত্বাবধানে এই বৎসর দুইখানি বই ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তিনখানির মূল অংশের ছাপা শেষ হইয়াছে এবং অপর দুইখানির ছাপা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহা ছাড়া চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ছাপাইয়া সমিতি প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা এক খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে বাহির করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সমিতি, ছাপাখানাসমূহের বিল পাস, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নিরূপণ, প্রেসের ব্যবস্থা, পত্রিকা-মুদ্রণের দর নির্ণয় প্রভৃতি ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য যথাসময়ে ও অতি সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই বৎসরে ছাপাখানা-সমিতির সদস্য ছিলেন,—১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ। ২। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী। ৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ। ৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ। ৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ৬। শ্রীযুক্ত ললিতা-প্রসাদ দত্ত। ৭। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্। ৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। ৯। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী। উপরোক্ত সদস্যগণ যেরূপ আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম সহকারে ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং এ জন্য পরিষৎ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনি দক্ষতার সহিত এই বিভাগের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশমত ইহা গ্রন্থপ্রকাশ-

বিভাগে খরচ না করিয়া, গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য খরচ করা হইয়াছে। লালগোলা স্থায়ী তহবিল হইতে ৪৫৫৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে এবং নিম্নলিখিত বই এই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **গোরক্ষবিজয়**—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা শৈবধর্ম্মাবলম্বী নাথ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। বইখানিতে প্রাচীন বঙ্গভাষার অনেক নিদর্শন এবং বিশেষত্ব আছে।

২। **পদকল্পতরু** (৩য় শাখা, ২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির মূল অংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে, ভূমিকা প্রভৃতি ছাপা হইলেই ইহা প্রকাশিত হইবে।

১। **শ্রীকৃষ্ণবিলাস**—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **উদ্ভিদজ্ঞান**—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।

৩। **প্রাচীন পুথির বিবরণ**—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ছাপা হইতেছে,—

১। **সর্ব্বসংবাদিনী**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **ন্যায়দর্শন** (বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ২য় খণ্ড)—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন কোন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে শাখা-পরিষৎগুলিতে আলোচ্য বর্ষে নিয়মিতভাবে সাহিত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কোন্ শাখা কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, পরিশিষ্টে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর শাখার ১০টি, ত্রিপুরা-শাখার ২টি, বারাণসী-শাখার ৪টি, বর্দ্ধমান শাখা-পরিষদের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। অনেকগুলি উৎসাহশীল সভ্য কাল্না পরিত্যাগ করায়, এ বার কাল্না শাখা-পরিষদে আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। এখানে মাত্র পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। গৌহাটী সাহিত্য-পরিষৎ-শাখায় ছয়টি অধিবেশন হইয়াছে। পরিষদের নদীয়া শাখায় ১০টি, দিল্লী শাখায় ৩টি, রাজসাহী শাখায় ৪টি, মীরাট শাখায় ৫টি, মেদিনীপুর-শাখায় ৬টি এবং (হুগ্‌লী) উত্তরপাড়া শাখায় ৬টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমস্ত অধিবেশনে সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা উল্লেখযোগ্য। ম্যালেরিয়া ও মহামারীর উৎপাতে আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলিতে

আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। কয়েক স্থলে সম্পাদকাদির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আশা করি, আগামী বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলি স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিশেষ যত্নপরায়ণ হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার স্থিরতা না থাকায়, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু মহাশয়কে, নদীয়ার মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ও শান্তিপুরের মুন্সী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়কে এবং নদীয়া শাখা-পরিষৎকে, ২৪ পরগণার মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয়কে এবং হাওড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে তাঁহাদের স্ব স্ব কেন্দ্রে সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাওড়ায় উক্ত অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। তদনুসারে বিগত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ হাওড়ায় সাম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় যথাক্রমে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় সম্মিলনের মূল সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর যথাক্রমে বিজ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাস ও দর্শন-শাখার সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি ব্যতীত সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারী করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন, দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীদিগের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন ও বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আগামী বর্ষে সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

পুরস্কার ও পদক

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত আটটি পুরস্কার ও পদক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল,—

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।

৪। রামগোপাল রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য সমালোচনা।

৫। শশিপদ রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্যপদক—২৪ পরগণার ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।

৮। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন।

এই সকল বিষয়ে মোট ১০টি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষৎ-কার্য্যালয়ে আসিয়াছিল।

১ম পদকদাতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী। মাত্র তিনটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের মতে কোন প্রবন্ধই পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। ২য় পদকদাতা—বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। এই বিষয়ে একটিও প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৩য় পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি। দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পদক দেওয়া হইবে এবং পদকদাতার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত অনুসারে এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ৪র্থ পদকদাতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। কোন প্রবন্ধই পাওয়া যায় নাই। ৫ম পদক-দাতা "দেবালয়ে"র পক্ষ হইতে সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে কেবল তিনটি প্রবন্ধ হস্তগত হইয়াছে। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে শ্রীযুক্ত সুশীলানন্দ সেন মহাশয় এই পদক পাইবেন। ৬ষ্ঠ পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি। কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৭ম বৃত্তির দাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ। কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৮ম পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্। মাত্র দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা উক্ত পদক ও পুরস্কারের জন্য পরিষদের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন এবং যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধপরীক্ষা-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

৩য় ও ৬ষ্ঠ পদকদাতা যে সর্ত্তে পদক দান করিয়াছেন, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে উক্ত সর্ত্তসমন্বিত দাতার পত্র মুদ্রিত হইল।

আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ মহাশয়ের দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষে বিষয়াদি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পদকের জন্য বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

স্মৃতিরক্ষা

(ক) নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-সমিতি—বিগত ১৬ই চৈত্র তারিখে কবিবরের মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত স্মৃতিসমিতির কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

(খ) কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি—স্বর্গীয় কবিবরের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ জন্য যে ভূমি ও কেশে পুষ্করিণীর স্বত্ব সংগ্রহের কথা গত বারে লিখা হইয়াছিল, আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, কেশে পুষ্করিণীর বর্ত্তমান মালিকগণ উক্ত পুষ্করিণীর স্বত্ব পরিষদের হস্তে দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয়ে দলিল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে—অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য-গুণে পরিষৎকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এই সম্পর্কে একটি দুঃখের সংবাদ না জানাইয়া থাকা যায় না। এই মহাকবির স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী, কাটোয়ার অন্তর্গত কুলাই গ্রামনিবাসী, "প্রসূন"-সম্পাদক জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্মৃতিসমিতির জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ ও ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন।

(গ) চণ্ডীদাস স্মৃতি—এই স্মৃতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রধান উদ্যোগী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগমন ঘটায় এই বিষয়ে কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই।

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিসমিতি—কবিবরের ভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্য কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভূমিদান করিবেন। যে সর্ত্তে তিনি পরিষদের হস্তে উক্ত ভূমিদান করিবেন, তাহার দলিলের মুসাবিদা হইয়া গিয়াছে ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত দলিলের খসড়া মঞ্জুর হইয়াছে। স্মৃতিস্তম্ভে যে দুইখানি মর্ম্মরপ্রস্তরের ফলক দেওয়া হইবে, তাহা প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত আছে। স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয়ের উদ্যম ও চেষ্টায় অচিরে কবিবরের স্মৃতিরক্ষা-কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত আশুবাবু এই জন্য পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

(ঙ) শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। অদ্যকার অধিবেশনে উক্ত চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় এই চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

(চ) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান

করিয়াছেন। মঞ্চ সেই চিত্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্রদাতার নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(ছ) সখারাম গণেশ দেউস্কর, (জ) মীর মশার-রফ হোসেন, (ঝ) কৈলাসচন্দ্র সিংহ, (ঞ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর, (ট) রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ঠ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ড) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (ঢ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (ণ) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ত) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—এই কয়েকজনের চিত্র প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারা যায় নাই। তবে কাহারও কাহারও ফটো সংগ্রহ হইয়াছে মাত্র। পরিষৎ আশা করেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, হিতৈষী বন্ধুগণের নিকটে উপযুক্ত সাহায্যাদি পাইবেন।

(থ) মনোমোহন বসু—আনন্দের বিষয় যে, কবিবরের পৌত্র, চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার পিতামহের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। গত ৫ আশ্বিন তারিখের বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্রপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে।

(দ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর স্মৃতিসমিতি—আলোচ্য বর্ষে গত ৩০শে আষাঢ় তারিখে পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মৃত মহাত্মার সুযোগ্য পুত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয় স্বব্যয়ে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই চিত্র সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু ও শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তিব্বতীয় মৌলিক বিষয়ের অনুশীলন জন্য এই স্মৃতি-সমিতি কর্ত্তৃক সঙ্কল্পিত রৌপ্য পদক প্রদানের উপযোগী অর্থাদি সংগ্রহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

(ধ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি সমিতি—আলোচ্য বর্ষে এই স্মৃতিসমিতি অক্ষয়চন্দ্রের চিত্র প্রস্তুত ও বার্ষিক পদক দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থসংগ্রহে লিপ্ত আছেন। আনন্দের বিষয়, এই স্মৃতিসমিতির সম্পাদকের পদ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ কার্য্যকুশলতায় এই কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবে, এরূপ আশা করা যায়। এই ভাণ্ডারে ১৩২৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ২০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

(ন) সারদাচরণ মিত্র স্মৃতিসমিতি—মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রায় বর্ষে ৩০৲। ৪০৲ টাকা মূল্যের এক সুবর্ণপদক দেওয়া হইবে এবং এই সকল কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী অর্থের বেশী চাঁদা সংগৃহীত হইলে মিত্র মহাশয়ের এক মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল কার্য্য উদ্ধার জন্য অর্থসংগ্রহার্থ এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে।

(প) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা—স্বর্গীয় মহাত্মার এক মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণোপযোগী অর্থ সংগ্রহের জন্য এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়া-

ছেন। সর্ব্বসমেত ২১০০৲ টাকা মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য ভাস্কর শ্রীযুক্ত ভি,পি, কর্ম্মারকার মহাশয়কে দিতে হইবে। চুক্তি অনুসারে মাত্র ৫০০৲ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি ২য় কিস্তীর ৫০০৲ টাকা দিবার সময় হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৭০০৲ স্বাক্ষরিত হইয়া প্রায় ৬৫০৲ সংগৃহীত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৫০০৲ প্রথম কিস্তীর বাবদ ভাস্করকে দেওয়া হইয়াছে। এখনও ১৪০০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। মূর্ত্তিনির্ম্মাণকার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। মৃণ্ময় ছাঁচ মজুদ হইয়াছে এবং তাহা প্যারিস প্লাষ্টারে ঢালা হইয়াছে। দ্বিতীয় কিস্তীর টাকা দেওয়া হইলে প্রস্তরে মূর্ত্তি খোদিত হইবে। সহৃদয় বঙ্গবাসিগণের নিকট পরিষৎ এই ১৪০০৲ টাকা ভিক্ষা চাহিতেছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য দেশবাসী মুক্তহস্ত হইয়া বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা স্বতঃই আশা করা যায়।

(ফ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিসমিতি—স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে ইতিমধ্যেই শতাধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, মৃত মহাত্মার এক-খানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর উদ্যম ও চেষ্টার জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষেই স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। চাঁদা স্বাক্ষর-কারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(ব) দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতিসমিতি—পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় স্মৃতিসমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই কার্য্যের জন্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। চাঁদাদাতৃগণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত হেমবাবু এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আগামী বর্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করা যায়।

(ভ) রাধাগোবিন্দ কর—স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইহা স্থির করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় উক্ত চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞ ও উপকৃত করিয়াছেন।

(ম) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে এক বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই চিত্র সংগ্রহে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বর্ত্তমান মহার্ঘের দিনে এই সকল স্মৃতি-সমিতির কার্য্য সম্পাদন করা বিশেষ কঠিন। এ

বিষয়ে পরিষদের সদস্যগণ ও স্বর্গীয় মহাত্মগণের উপর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্য না পাইলে এ কার্য্যের সাফল্য সুদূরপরাহত। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে সাধারণের নিকট এই জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। পরিষৎ যথাশক্তি নিজ সামর্থ্য ও সহৃদয় সদস্যগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এই সকল গুরু কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্যগুলি যথানির্দ্দেশ সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। পরিষদের নিম্ন উদ্দেশ্যান্তর্গত কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পরিষৎকে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত হইবার চেষ্টা করেন না। পরিষৎ অনেক সাহিত্যিক কার্য্য অর্থাভাবে ফেলিয়া রাখিতে বা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই জন্য স্মৃতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য-সম্পাদনে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। আশা করি, তজ্জন্য সদস্যগণ পরিষৎকে ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের সুদৃষ্টিপাত হইলে পরিষৎ সকল বিভাগে সকল কার্য্যই যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইবেন।

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্য ও সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে এই ভাণ্ডারে ১১৩৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। বর্ষারম্ভে গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৭৭।০ ও এই ১১৩৲ টাকা হইতে ১৭৬৲ টাকা স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের পরিবারকে সাহায্য করা হয় এবং সাহায্য সংগ্রহ-কার্য্যে বিবিধ হিসাবে ২৷৷৵০ ব্যয় হয়। বর্ষশেষে এই তহবিলে মাত্র ১১৷৷৵০ উদ্বৃত্ত আছে। বর্ত্তমান সময়ে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কিরূপ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই দুর্দ্দিনে স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের উপায় ও অবলম্বন-হীন পরিবারের সংসারযাত্রা কি ভাবে নির্ব্বাহ হইবে, তাহা পরিষদের সহৃদয়, উদারচরিত্র সদস্যগণকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে সম্পাদক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন। পরিষদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পরিষদের গঠন ও ইহার জীবনধারণের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ও ইহার জন্য সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া যিনি অকালে পরলোকগত হইলেন, তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের জন্য যথোচিত সাহায্য ভিক্ষা করিতে সম্পাদক ভিক্ষা-ভাণ্ড-হস্তে সকলের নিকট উপস্থিত। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে এই ভাণ্ড পূর্ণ করিবার জন্য সহৃদয়গণ বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এই ভাণ্ডারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য এই ভাণ্ডারের সহকারী সম্পাদক ও পরি-ষদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত 'নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃত-জ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীর সাহায্য-ভাণ্ডার

(ক) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক, প্রথিতনামা সাহিত্যসেবী, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য একটি সাহায্য-

ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার হিসাব পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(খ) পরিষদের অন্যতম সহায়ক সদস্য স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে ও যাহা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(গ) ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য যে ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার হিসাবও পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(ঘ) এতদ্ব্যতীত বারাসতনিবাসী গণিতশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সংসার পোষণের জন্য অর্থচিন্তায় সময় ক্ষেপ করিবার অবসর না দিয়া, যাহাতে তিনি অব্যাহত-ভাবে নিজ অনুশীলনে অধিকতর মনোযোগী হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাহায্য করা প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় পরিষদের কতিপয় সদস্যের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইতেছে। দুঃখের বিষয়, আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হয় নাই।

উক্তপ্রকার সাহায্য-ভাণ্ডারে যে সকল সহৃদয় সদস্য পরিষৎকে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার জন্য গঠিত শাখা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে ১২ই মাঘ উক্ত সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্থির হয় যে, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-লিখিত "লিপ্যন্তর সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত উক্ত সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য মুদ্রিত হইলে পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি এই বিষয়ে পরিষদে এক প্রবন্ধ লিখিয়া, পরিষদের অনুমোদিত অনুলিখনরীতি হিসাবে গ্রহণের প্রস্তাব করিবেন এবং এই সমিতির অন্যান্য সভ্য-গণকে উক্ত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য পরিষদে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। এই শাখা-সমিতির আহ্বানকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

গণিত-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে গণিতশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গণিত সমিতি নামকরণ হইয়াছে। এই সমিতির দুইটি অধিবেশন হয় এবং পত্র দ্বারা (Meeting in Circular) একবার সভ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া সমিতির কার্য্য হয়। দুইটি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Rationalization of Algebraic Equations এবং ঘন সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দিরের ছাদ ভালরূপে মেরামত করিবার কথা ছিল। ঘটনাক্রমে সামান্যভাবে মেরামত করিয়াই বৎসর কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী বর্ষে ভালরূপ মেরামত না হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আগামী বর্ষের বজেটে এই জন্য এবং ভৃত্যগণের থাকিবার ঘর ও কল-পায়খানা নির্ম্মাণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশতঃ পুস্তকালয়ের বহু পুস্তক গুছাইয়া রাখিতে পারা যায় নাই। চিত্রশালার বহু দ্রব্য স্থানাভাববশতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পুস্তক ও দ্রব্যাদি রাখিবার উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। অর্থাভাবনিবন্ধন এই সকল ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইতেছে না। পরিষদের দানশৌণ্ডিক সদস্যগণের নিকট সম্পাদক এই জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত। তাঁহাদের দয়া ব্যতীত পরিষদের সৌষ্ঠব সাধনে পরিষৎ কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তৈলচিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিষৎ মন্দিরের সৌষ্ঠব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র।

২। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র।

৩। স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র।

প্রথমোক্ত চিত্রখানি পরিষৎ স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্ ও তৃতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ দাতাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মান্দর-ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে পারিতোষিক বিতরণ জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যালয়, বুদ্ধোৎসব সভার জন্য বিবেকানন্দ সোসাইটী, স্বর্গীয় শ্রীযুত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে থানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজ, বিজয়া-সম্মিলনীর জন্য জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী, সঙ্গীত-পরিষদের ডাইস্ প্রেসিডেণ্টের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ উক্ত পরিষৎ এবং জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহের উদ্বোধন-সভার জন্য জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎকে পরিষৎ মন্দির ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন

বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা স্যর কারমাইকেল মহাশয় দ্বারা ১৩২৩ বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের ভিত্তি স্থাপনের পর আর রমেশ-ভবনের উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্যই হয় নাই। রমেশ-ভবন-সমিতির সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনের পর আর কেহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগের জন্য

রঙ্গেশভবন নির্ম্মাণ-কল্পে কোন কাজ করিতে পারেন নাই। সমিতির অন্যতর সম্পাদক কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিলে এই কার্য্য উদ্ধার সহজসাধ্য হইবে, আশা করা যায়।

উপসংহার

পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া এই কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিব। সম্পাদক-ভাবে যে কয়েক বৎসর আমি পরিষদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহার মধ্যে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই আমাকে পরিষদের কার্য্যে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রকেই অধিকতর মনোযোগী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আসিতে হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে আশানুরূপ ফললাভ না দেখিয়া কাতরোক্তি জানাইয়া আসিয়াছি। প্রতি বৎসরই ভাবিয়াছি যে, হয় ত আগামী বৎসরে সম্পাদককে আর ঐ প্রকার রোদন করিতে হইবে না। কিন্তু তথাপি দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, এখনও আমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বঙ্গবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সম্যক্ সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত আছি। এখনও বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতারা আশানুরূপ ভাবে পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিয়া মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে তাদৃশ তৎপর হয়েন নাই, পরিষদের সভ্যের মধ্যে গড়ে এক শতের মধ্যে ১ জনের অধিক এখন মুসলমান সভ্য পাওয়া যায় নাই। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারা এখনও তাঁহাদের অতুলনীয় আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আমাদের উপহার দিতে অগ্রসর হয়েন নাই; এখন তাঁহারা ঐ সকল ভাষায় লিখিত অমর গ্রন্থরাজি ভাষান্তরিত করিয়া, তাঁহাদের ও আমাদের মাতৃভাষার পুষ্টিকল্পে সম্যক্ চেষ্টা করেন নাই। তাই তাঁহাদিগকে পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন আর এ বিষয়ে উদাসীন না থাকেন। স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু চেষ্টা যাহা হইতেছে, তাহা যাহাতে রীতিমত স্থায়িভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাহার সুব্যবস্থা তাঁহারা পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া সকলে একমনে একান্তভাবে করুন। বর্ত্তমান কালে হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির দিনে যাহাতে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বৃথা বিদ্বেষ ও হিংসা বর্জ্জন করিয়া উভয়ের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি উভয়ের সহিত একত্র উপভোগ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রকারে জাতীয় ভাবের আদান-প্রদান হইয়া পরস্পরের প্রতি পরিষদের সম্মান-বুদ্ধি সম্বর্দ্ধিত না হইলে, হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি কিছুতেই স্থায়ী হইবে না। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই প্রীতির পরিপুষ্টির জন্য আমাদের উভয়ের মাতৃভাষা যে বঙ্গভাষা, তাহার সাহিত্য-চর্চ্চার দ্বারা যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরিপালন করিয়া, নিজেরা ধন্য হই এবং জাতীয় একতা সম্পাদনকল্পে প্রধান সহায় যে ভাষা এবং ভাবের ঐক্যসাধন, তাহা সম্পন্ন করিবার ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন অধিকতর মহিমান্বিত হইতে দেখিয়া নিজেরা কৃতার্থ হই।

আর এক সুখের কথা আজি আমার মনকে বড়ই প্রফুল্লিত করিতেছে। পরিষদের চেষ্টায় আমাদের মাতৃভাষা যে, দেশে শিক্ষাপ্রচার বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত আসন পাইবার পথ পরিষ্কার করিতে দিন দিন কৃতকার্য্য হইতেছেন ইহা দেখিয়া কোন্ মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তির মনে আনন্দের সঞ্চার না হইবে? ইহা কম সুখের কথা নহে যে, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অগ্রণীরা : এমন কি, যাঁহারা আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা প্রচলনের পথে ইতিপূর্ব্বে বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও) এখন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে যে নূতন সংস্কার-বিধি প্রণয়ন হইবে, তাহাতে এমন বিধান করা হউক, যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল বঙ্গভাষার দ্বারাতেই কি উচ্চশিক্ষা, কি নিম্নশিক্ষা, সর্ব্ববিধ শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, ইহা বিঘোষিত হইয়া তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই আরব্ধ হউক। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কথা মুখে উচ্চারণ করিবামাত্র লোকের নিকট, এমন কি, শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকটও উপেক্ষিত হইতে হইত, এখন সেই কথা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে ধ্বনিত হইতেছে। মাতৃভাষাই সর্ব্ববিধ শিক্ষাবিস্তারের একমাত্র উপায়, ইহা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সুচিন্তিত মত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, পরিষদের পক্ষে ইহা কম সুখের ও গৌরবের বিষয় নহে। আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং আমাপেক্ষা বহু সুকৃতী ব্যক্তি যাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন অবধি উচ্চ ও নিম্ন সর্ব্ববিধ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে যাহাতে এ দেশে প্রচলিত হয়, এমন আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আজি আহ্লাদের সীমা নাই। কারণ, যে মত পূর্ব্বে উপেক্ষিত ছিল, এখন তাহা দেশমধ্যে লোকমত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য্য অনেক বাকী। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশেষ ভাবে বদ্ধপরিকর হই। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সংস্কার সাধন করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটির মন্তব্য সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে শিক্ষাপ্রচার-বিষয়ে মাতৃভাষার স্থাননির্দ্দেশকল্পে যে সকল বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই, বরং দুঃখিতই হই-য়াছি। আমাদের মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে অনেক সমীচীন কথা ঐ রিপোর্টে অবশ্য লেখা হইয়াছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, তাঁহারা দুই দিক্ বজায় রাখিতে গিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। আর সত্যকে চাপিয়া রাখা চলে না। জাতীয়তার উন্মেষণের কালে ঐ বিষয়ে একটা পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট বিধান হইবে, এই প্রকার আশা আমরা অনেকেই করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কমিটির মাননীয় সদস্যগণ দুই দিক্ বজায় রাখিতে গিয়া মূল প্রশ্নটাকে বরং আরও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। সময় আসি-য়াছে। ঐ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে হওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে। সুতরাং পরিষৎ হইতে এই দিকে যাহাতে মনোযোগ করা হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আজি প্রায় সাত বৎসর পরে পরিষদের সম্পাদকরূপ সেবার কার্য্য হইতে আমি অবসর লইতেছি। ইতিমধ্যে আমার কত যে ত্রুটি এবং সেবাপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা আমি ভিন্ন অন্য কেহই অবশ্য অবগত নহেন। আমি তাই মুক্তকণ্ঠে আজি পরিষদের সকল সদস্য এবং পরিষৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যক্তির নিকট করযোড়ে কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাদের সকলকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত উভয়বিধ সেবাপরাধ-সকল ক্ষমা করেন। অনেক সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও মনের সাধ পুরাইয়া পরিষদের সেবা—মাতৃভাষার সেবা করিতে পারি নাই। সে জন্য নিজেকে, সহস্র প্রকারে অপরাধী বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আপনারা আপনাদের মহৎ গুণে আমার সে সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া লইয়াছেন। তাই এখনও আশা আছে যে, আপনারা বর্ত্তমানে আমাকে আপনাদের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। সুখের মধ্যে এই যে, আমি আজি যে মহাত্মার হস্তে পরিষদের কার্য্যভার আপনাদের নিয়োগানুসারে ন্যস্ত করিতেছি, তাঁহার সুনিপুণ কার্য্যকুশলতায়, অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তায় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মাতৃভাষা ও পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক অনুরাগের দ্বারা পরিষৎ দিন দিন উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবে, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ১৩২২ সালের কার্য্যবিবরণীতে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষ্যে আমি জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহাকে হারাইয়া পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। আমাদের বন্ধু ৺স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের ন্যায় একনিষ্ঠ প্রেমিক ও সাধক পরিষদের পক্ষে আর যে কখন আমরা পাইব, তাহার আশা নাই। এই সকল কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা আপনারা জানেন। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পাদকরূপে পাইয়া আজি আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। পরিষদের প্রতি ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একনিষ্ঠ অনুরাগ এবং সেবাব্রত আমাদের মধ্যে যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তবে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু একজন অগ্রণী। সুতরাং ভরসা করি যে, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর কার্য্যপরিচালনে পরিষৎ সর্ব্ববিধপ্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগে ও সেবায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই পরিষদের নানা কাজে অবহিত হইবেন। আপনারা সকলেই শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর সহিত সুপরিচিত। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, তাঁহার মাতৃভাষানুরাগ এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাঁহার বিচক্ষণতা আপনাদের সম্যক্ বিদিত। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু আমার এ স্থলে বলিবার প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক,—

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। The Herald.
৫। The Indian Mirror.

সাপ্তাহিক,—

১। The Hindoo Patriot.
২। The Wold and the New Dispensation.
৩। The Mussalman.
৪। The Telegraph.
৫। এডুকেশন গেজেট
৬। কাশীপুরনিবাসী
৭। খুলনাবাসী
৮। গৌড়দূত
৯। চারুমিহির
১০। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১১। জাগরণ
১২। ঢাকাপ্রকাশ
১৩। ত্রিপুরা-হিতৈষী
১৪। দর্শক
১৫। নীহার
১৬। নোয়াখালি-সম্মিলনী
১৭। পল্লীবাসী
১৮। পুরুলিয়া-দর্পণ
১৯। প্রসূন
২০। ফরিদপুর-হিতৈষী
২১। বঙ্গবাসী
২২। বঙ্গরত্ন
২৩। বরিশাল হিতৈষী
২৪। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
২৫। বসুমতী
২৬। বাঁকুড়া-দর্পণ
২৭। বার্ত্তাবহ
২৮। বিশ্ববার্ত্তা
২৯। বীরভূমবার্ত্তা
৩০। বীরভূমবাসী
৩১। মালদহ-সমাচার
৩২। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩৩। মেদিনী-বান্ধব
৩৪। মোহাম্মদী
৩৫। রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ
৩৬। রত্নাকর
৩৭। শিক্ষাসমাচার
৩৮। সঞ্জয়
৩৯। সঞ্জীবনী
৪০। সময়
৪১। সুরমা
৪২। সুরাজ
৪৩। হিতবাদী
৪৪। হিন্দুরঞ্জিকা

পাক্ষিক,—

১। Manbhum.
২। তত্ত্বকৌমুদী
৩। ধর্ম্মতত্ত্ব
৪। প্রবর্ত্তক
৫। সম্মিলনী

মাসিক,—

১। Calcutta Medical Journal.
২। Central Hindu College Magazine
৩। Industry
৪। Presidency College Magazine
৫। Rajshahi College Magazine
৬। Ripon College Magazine
৭। St. Columbus College Magazine
৮। Vedanta Kesari
৯। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১০। The Arya
১১। The Mahamandal Magazine
১২। Indian Medical Record
১৩। অর্চ্চনা
১৪। আয়ুর্ব্বেদবিকাশ
১৫। আর্য্যপ্রভা (সংস্কৃত)
১৬। আল্-এসলাম
১৭। আলোচনা
১৮। উৎসব
১৯। উদ্বোধন
২০। উপাসনা
২১। কাজের লোক
২২। কায়স্থপত্রিকা
২৩। কুশদহ
২৪। কৃষক
২৫। কৃষি-সম্পদ্
২৬। চিকিৎসা-প্রকাশ
২৭। জগজ্জ্যোতিঃ
২৮। জন্মভূমি
২৯। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী
৩০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩১। তত্ত্বমঞ্জরী
৩২। তাম্বূলি পত্রিকা
৩৩। তাম্বূলি-সমাজ
৩৪। ত্রিশূল
৩৫। দিনাজপুর পত্রিকা
৩৬। নব্যভারত
৩৭। নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)
৩৮। নারায়ণ
৩৯। পরিচারিকা
৪০। পল্লীবাণী
৪১। প্রজাপতি
৪২। প্রতিভা
৪৩। প্রবাসী
৪৪। বামাবোধিনী পত্রিকা
৪৫। বালক
৪৬। বিক্রমপুর
৪৭। বিদ্যোদয় (সংস্কৃত)
৪৮। বৈশ্য পত্রিকা
৪৯। ব্রহ্মবাদী
৫০। ব্রহ্মবিদ্যা
৫১। ব্রাহ্মণ-সমাজ
৫২। ভক্তি
৫৩। ভারতবর্ষ
৫৪। ভারতী
৫৫। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৫৬। মালঞ্চ
৫৭। মাহিষ্য-সমাজ
৫৮। যুবক
৫৯। যোগিসখা
৬০। লক্ষ্মী (হিন্দী)
৬১। সন্দেশ

৬৫। সফুলপত্র
৬৬। সম্মিলনী
৬৭। সম্মেলন পত্রিকা (হিন্দী)
৬৮। সরস্বতী (হিন্দী)
৬৯। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৭০। সাহিত্য-সংবাদ
৭১। সাহিত্য-সংহিতা
৭২। সুবর্ণবণিক্‌সমাচার
৭৩। সেবক
৭৪। সৌরভ
৭৫। স্বাস্থ্য-সমাচার

ত্রৈমাসিক,—

১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
২। ভূমিলক্ষ্মী
৩। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষশেষে সজ্জুত বিক্রেয় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর সংখ্যা

১।	কবি হেমচন্দ্র	৪৭৪	১৯।	গৌরপদতরঙ্গিণী	৭৭
২।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা		২০।	চণ্ডীমঙ্গল	৪০৫
	(১-২ খণ্ড)	০	২১।	ব্যাকরণ ও ১৫শ অতিরিক্ত সংখ্যা	১০২
৩।	ঐ (৩য় খণ্ড)	২৯৭	২২।	শব্দকোষ (১,২,৩ খণ্ড)	৩৮০
৪।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৪০৮	২৩।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	২৪৫
৫।	কৃত্তিবাসী-রামায়ণ		২৪।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	৫৬
	(উত্তরাকাণ্ড)	৬২	২৫।	বিজয় পণ্ডিতের	
৬।	ঐ (অযোধ্যা-কাণ্ড)	৫৮		মহাভারত (১-২ খণ্ড)	৩১২
৭।	শতপথ ব্রাহ্মণ (২য় খণ্ড)	৭৭	২৬।	প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য়)	৩১২
৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৮৪	২৭।	ঐ (১ম সংখ্যা)	১১২
৯।	বৈষ্ণব পদাবলী	৯৯	২৮।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৪০
১০।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	১০৪	২৯।	জ্যোতিষদর্পণ	২৫৯
১১।	জয়দেব-চরিত্র	৯৪	৩০।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (১ম খণ্ড)	৮৮৮
১২।	রাধিকার মান-ভঙ্গ	১১৭	৩১।	ঐ (২য় খণ্ড)	৮৮৩
১৩।	চৈতন্যমঙ্গল	৩৬	৩২।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩য় খণ্ড)	৮৬৮
১৪।	রামায়ণতত্ত্ব (২য় ভাগ)	২৭	৩৩।	কল্কিপুরাণ	৩০৩
১৫।	ব্রজপরিক্রমা	৩২	৩৪।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৪৪
১৬।	কাশীপরিক্রমা	২৭	৩৫।	সত্যনারায়ণের পুথি	৩২৯
১৭।	বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়	১৭১৪	৩৬।	পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)	১২৩৩
১৮।	মায়াপুরী	২২১	৩৭।	মৃগলুব্ধ	৫৩৬

৩৮।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৬৮৬	৫৫।	রাধিকামঙ্গল	২৭
৩৯।	তীর্থমঙ্গল	৬৫৯	৬।	শতপথ ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড)	৪০
৪০।	তীর্থভ্রমণ	৫৩১	৫৭।	ধর্ম্মমঙ্গল	৩০
৪১।	বৌদ্ধ গান ও দোহা	৪২২	৫৮।	রামায়ণতত্ত্ব (১ম ভাগ)	৮
৪২।	গঙ্গামঙ্গল	১২৫	৫৯।	রাসায়নিক পরিভাষা	২৪
৪৩।	মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা	১৬৩	৬০।	চন্দ্রনাথ বসু	২৯
৪৪।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৬৫১	৬১।	শ্রীভাষ্য (১-২ খণ্ড)	৪৩
৪৫।	কৃষ্ণকীর্ত্তন	৭৮৮	৬২।	ঐ (৩য় খণ্ড)	৫০
৪৬।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	৪১৬	৬৩।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৫৩
৪৭।	জ্ঞানসাগর	৫২৯	৬৪।	ঐ (৫ম খণ্ড)	৭৫
৪৮।	সারদামঙ্গল	৫৩২	৬৫।	সিয়ার-উল মুতাক্‌খরীণ	৯
৪৯।	শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস	৪৫	৬৬।	রসমঞ্জরী	১৭
৫০।	ন্যায়দর্শন	৮৫৩	৬৭।	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২৯
৫১।	সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ	২১৯	৬৮।	নবদ্বীপপরিক্রমা	৪
৫২।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৪	৬৯।	শূন্যপুরাণ	২৩
৫৩।	ব্রতকথা	২৯	৭০।	বিদ্যাপতির পদাবলী	০
৫৪।	দুর্থীখানের মহাভারত	২০	৭১।	গোরক্ষবিজয়	৯৫০

পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক আয় ব্যয়-বিবরণ

আয়—			ব্যয়—		
চাঁদা		১০০০৩৲	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ		২৫৮৪৸৯
সহর	৫১১২৲		সম্পাদন	৬৫০৷৷০	
মফস্বল	৪৮৯২৲		কাগজ	৮১০৸৯/৩	
	১০০০৩৲		মুদ্রণ	৩৮৮৷৷০	
প্রবেশিকা		৬৫৲	বাঁধাই	১৯৭।/০	
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়		৫৭৬৸/০	ডাক	২৷৵৬	
গ্রন্থাবলী	২১৲		বেতন	৪৯৮।/৩	
পুস্তক	৫৫৫৸/০		গাড়ীভাড়া	৫৷৷৸৩	
	৫৭৬৸/০		বিবিধ	৩০৸৯/৬	
		৪৵০		২৫৮৪৸৯	

আয়—

জের—		১০৬৪৪৶০
পত্রিকা বিক্রয়		৯৬৲
বিজ্ঞাপনের আয়		৮৪৲
বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়		৭৭৭।৶৬
এককালীন দান		১৮৫০৲
গবর্ণমেণ্ট	১২০০৲	
মিউনিসিপালিটী	৬৫০৲	
	১৮৫০৲	
স্মৃতিরক্ষার আয়		৭৩২৷৶০
পদক ও পুরস্কার		১২৫৲
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়		৪৭৸৶৫
বিবিধ আয়		৩৯৸০
পোষ্ট অফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা		১০০৲
হাওলাত আদায় জমা		১৪০০৲
হাওলাত জমা		১৭২৫৲
আমানত জমা		৩৪২৲
		১৭৯২৩৸৬

ব্যয়—

জের—		২৫৮৫৸৯
পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্যবিবরণী		
মুদ্রণ		২৮৬৮৶০
কাগজ	১৯৪৬।৶৬	
মুদ্রণ	৭৮০৸০	
ছবি	৩৯৶৯	
বাঁধাই	৪৯৸০	
বিবিধ	৫১৸৶৯	
	২৮৬৮৶০	
পুস্তকালয়		১৭৩৯।৶৬
পুস্তক বিক্রয়	৩২৷৷০	
বাঁধাই	১৭৭৸৶০	
আসবাব	১১০০৷৶৬	
তালিকা মুদ্রণ	৪১৸৯	
দপ্তর সরঞ্জামী	২৲	
বিবিধ	৮৶৩	
	১৭৩৯।৶৬	
পুথিশালা		১২।৯
কিতা খরিদ	১০।০	
বিবিধ	২।৯	
	১২।৯	
বিবিধ মুদ্রণ		৩২৯৶৬
চিত্রশালা		৫৪১৸৶৬
ডাকমাশুল		১৩২৬৸৶৬
পত্রিকা প্রেরণ জন্য	৬৬৩৸৶৯	
অধিবেশনের পত্র জন্য	৬১০।৶৩	
সাধারণ পত্রাদি জন্য	৫২৷৶৬	
	১৩২৬৸৶৬	

ব্যয়—

জের——		৯৪০২৷৶১০
মেরামত		২৪২৷৷৩
গৃহ	৫১ /৩	
আসবাব	৪৸৶	
ছবি	২৭৲	
আলোক ও পাখা	১৬৮৲	
	১৪২৷৷৩	
কমিশন		১০৩৷৵৯
চাঁদা আদায়	৮৮৷৵৹	
পুস্তক বিক্রয়	৲	
বিজ্ঞাপনের	১৫৲	
	১০৩৷৵৯	
মিউনিসিপাল ট্যাক্স		২৬২৲
ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল		১৮৷৸৹
ভৃত্যাদিগের ঘরভাড়া		৯৹৲
ভৃত্যদিগের পোষাক		৫৫৲
দপ্তর সরঞ্জামী		১৭৯৵৬
নূতন আসবাব		১০১৸৶
বেতন		৩৭৫১৵৬
গাড়ীভাড়া		১৩৪৵৹
সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়		৮১৷৶৬
স্মৃতিরক্ষার ব্যয়		৹৯৯৷৹
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ		৪৩৷৶৬
পুরস্কার ও পদক		৩৫৲
বিবিধ ব্যয়		১৭৭৷৷৶৩
পোষ্ট আফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ		১০৯৸৶৬
হাওলাত দাখল খরচ		১৯৭৲
হাওলাত শোধ		২০২৫৲
আমানত শোধ		১১৮৲
বিভিন্ন তহবিলের হুদখাতে খরচ		৮৩৵৹
		১৮০৪৬৵৩

জের:—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত		
(ক) সাধারণ তহবিল		৪০৫৷৷৶৩
ডাকঘরে	১৮০৷৹	
কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	২০৬৶৬	
হস্তে ডাক টিকিট মজুত	১৯৶৯	
	৪০৫৷৷৶৩	
(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার		২১৪৯৬৵২
কোম্পানীর কাগজ	১৩০০০৲	
পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲	
ওয়ারলোন	১০০০৲	
ওয়ার বণ্ড	৫০০৲	
ডাকঘর	১৯৯৬৵২	
	২১৪২৬৵২	
		২১৯০২৶৫
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয়		১৬০৯৮৬৬
(বাদ ডাকঘর হইতে জমা)		
		৩৮০০৸৶১১
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ব্যয়—		১৫৮২৭৸৶৯
(বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)		
উদ্বৃত্ত		২১৭২৸৶২

উদ্বৃত্ত টাকার স্থায়

(ক) সাধারণ তহবিল ২৮৮৶৬ „

কোষাধ্যক্ষের

হস্তে মজুত ৯৫৲

ডাকঘরে ১৮৫৲

হস্তে নগদ মজুত ৬।৬

হস্তে ডাক টিকিট মজুত ১৸৶

২৮৮৶৬

(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার ২১৮৮৪৷৷৵৮

কোম্পানীর কাগজ ১৩০০০৲

পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০০৲

ওয়ার লোন ১০০০৲

ওয়ার বণ্ড ৫০০৲

ডাকঘরে ২৩৮৪৷৷৵৮

২১৮৮৪৷৷৵৮

২২১৭৸৮৵২

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশন ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির
সভাপতি।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কাশীরাম স্মৃতি-সমিতির
কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।
২।২।২৬

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৪।২।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

	বিবরণ	হাওলাত সমেত গতবর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয় দান ও পুস্তকবিক্রয়	সুদ আদায়	হাওলাত আদায়	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা কোং কাগজ	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	সাধারণ তহবিল হাঃ
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল	১০৫৩৫।৶৯	•	•	•	১০৫৩৫।৶৯	•	১০৫৩৫।৶৯	৩৫০০৲	৬০১৸৯	•	৩৪৩৩।৶৪
২	গ্রন্থপ্রকাশ লালগোলা স্থায়ীতহবিল	১৩৭৫২৶৬	৩০১।০	৪৫৫৲	•	১৪৫০৮।৶৬	৪২০।৯	১৪০৮৭৸৯	১৫০০০৲	১	•	১০৮৭৸৯
৩	রজনীকান্ত-স্মৃতি তহবিল	৩০৲	•	৸৶০	•	৩০৸৶০	•	৩০৸৶০	•	৩০৸৶০	১	•
৪	হেমচন্দ্র-স্মৃতি তহবিল	৫০২৩	৪।০	১৫৲	৩২।৶০	৫৫২৶৩	৩০৲	৫২২৶৩	•	৫২২৶৩	•	•
৫	কাশীরাম স্মৃতি-তহবিল	২৪২।৶০	•	৭।০	•	২৪৯৸৶০	•	২০৯৸৶০	•	২৪২৸৶০	•	•
৬	গ্রন্থপ্রকাশার্থ বিনয় বাবুর দান	২১২০৲	•	৩০৲	•	২১৮০৲	•	২১৮০৲	•	৯৮০৲	•	১২০০৲
		২৭১৮২।৬	৩০৫।০	৫৩৮৶০	৩২।৶০	২৮০৫৬।৬	৪৫০।৯	২৭৬০৬৶৯	১৯৫০০৲	২৩৮৪।৶৮	•	৫৭২১।৶১

মন্তব্য—২য় ধফায় যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা প্রকৃত হাওলাত নহে। হিসাব মিটান সাপেক্ষে হাওলাত দেখান হইয়াছে। ৬ষ্ঠ ধফায় যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা ১৩২৬ সালের ৩ই শ্রাবণ শোধ হইয়াছে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
কার্য্য-নির্ব্বাহক ও বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ— কাশীরাম স্মৃতি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৪।২।২৬

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

১।	সম্পাদক রঙ্গপুর শাখাপরিষৎ	৪৭/৩
২।	ময়মনসিংহ কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ	১৷৶৬
৩।	সাহিত্য সংরক্ষণ সমিতি	১৪৫৲
৪।	পুরস্কার ও পদক	১৪২৲
৫।	অন্যান্য খুচরা	৬৮৸৶৬
৬।	সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা তহবিল	৫৲
৭।	বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	১৭/০
৮।	কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	৮/০
৯।	বর্দ্ধমান ৮ম সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ বিক্রয়	৮৲
১০।	রঘুনাথ পিয়ন	১০৲
১১।	শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়	৬৲
১২।	বিদ্যাপতি পুস্তক বিক্রয়	২৸৩৸
১৩।	গৌরপদতরঙ্গিণী ,,	২৷৷০
১৪।	নব্যরসায়নী বিদ্যা ,,	৷৷৶০
১৫।	যোমকেশ পারিবারিক-সাহায্য-ভাণ্ডারের পুস্তক বিক্রয়	৶০
১৬।	৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ দান	৬০৲
১৭।	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যার্থ দান	৬৲
১৮।	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের পুস্তক বিক্রয়	৷৷০
১৯।	চাঁদাবাবদ	৩৷৷০
		৮৪৫৲/৩

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

সাধারণ তহবিল

১।	সম্পাদক নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি	১০৲
২।	রমেশ ভবন	১০৭/৯
৩।	ম্যানেজার ওরিয়েন্টাল প্রেস	২৭৶০
৪।	শ্রীযুক্ত এস্, কে, লাহিড়ী	৫৲
৫।	শ্রীরামকুমার দত্ত	১৯৭৸১
৬।	সম্পাদক ৭ম সাহিত্য-সম্মিলন	৯০৲
৭।	,, রামেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা	১৪৮৸০
৮।	,, কাশীরাম স্মৃতি	১৮৷৶৩
৯।	শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১০৲
১০।	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
১১।	সম্পাদক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা তহবিল	৬৶০
১২।	শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মিত্র	১০৲
১৩।	,, ম্যানেজার কটন প্রেস	৪৯১৷৷০
১৪।	,, অমৃতগোপাল বসু	৸০
১৫।	,, মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	২৲
১৬।	,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৸৬
		১২৩৭৶/৯

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৬ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়—		ব্যয়—	
১। চাঁদা	১০,০০০৲	১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৪০০৲
২। প্রবেশিকা	১০৲	২। পত্রিকাদি মুদ্রণ	২০০০৲
৩। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৫০৲	৩। পুস্তকালয়	১৪৯৬৲
৪। পত্রিকাবিক্রয়	১৩৬৮।০	৪। পুথিশালা	৮৭০৲
৫। বিজ্ঞাপনের আয়	৭৫৲	৫। বিবিধ মুদ্রণ	৩৫০৲
৬। সুদ আদায়	৮২০৲	৬। চিত্রশালা	৩২০৲
৭। এককালীন দান	৫০৫০৲	৭। ডাকমাশুল	১২০০৲
৮। পুরস্কার	১১৫৲	৮। মেরামত	৭৫০৲
৯। স্মৃতিরক্ষার আয়	২০০০৲	৯। কমিশন	১০০৲
১০। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲	১০। মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২৬২৲
১১। বিবিধ আয়	২৪৫৲	১১। ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল	২২৫৲
১২। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১০৩৶৬	১২। ভৃত্যাদিগের ঘর ও পায়খানা প্রস্তুত	৬০০৲
	২০৪৭৸৶৬	১৩। ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া	৬০৲
		১৪। „ পোষাক	১০০৲
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী		১৫। দপ্তরসরঞ্জামী	১৫০৲
বার্ষিক অধিবেশনের ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।		১৬। আসবাব	১২৫৲
		১৭। বেতন	৩০৮০৲
শ্রীচুণীলাল বসু		১৮। গাড়ীভাড়া	১২৫৲
শ্রীবিনোদবিহারী বসু		১৯। সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়	৬০৲
শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক		২০। ছাত্রসভ্যের পুরস্কার	৮০৲
শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়		২১। স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২০০০৲
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী		২২। পদক ও পুরস্কার	১১৫৲
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ		২৩। পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫৲
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		২৪। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৫০৲
		২৫। অভ্যর্থনার ব্যয়	৫০৲
		২৬। স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	৫০০৲
		২৭। বিবিধ ব্যয়	১২৫৲
		২৮। বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে	৯৭৷৷০
			১৭৩১৫৷৷০

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পারিবারিক সাহায্যভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

(১৩২৫ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

আয়—

গত বর্ষের জের	৭৭।০
বর্ত্তমান বর্ষের আদায়	১১৩৲
	১৯০।০

কৈফিয়ৎ—

আয়	১৯০।০
ব্যয়	১৭৮৷৵০
উদ্বৃত্ত	১১৷৵০

জায়—

ধনাধ্যক্ষের নিকট মজুত	৷৵০
সহকারী সম্পাদকের নিকট মজুত	১১৵০
মোট—	১১৷৵০

মং এগার টাকা দশ আনা মাত্র।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।
২।২।১৩২৬

ব্যয়—

সন ১৩২৫ সালে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারবর্গকে সাহায্য দান—	১৭৬৲
বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্যদান	১০৫৲
৺পূজার সময় এককালীন দান	২৩৲
অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ১৬৲ হিঃ সাহায্য দান	৪৮৲
	১৭৬৲
১৩২৫সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত টাকা আদায়ের জন্য ট্রাম ভাড়া	২৷৵০
	১৭৮৷৵০

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, হিসাব-পরীক্ষক।
১১।২।২৬

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি—ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের অধিবেশন ও সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি। ১৬।২।২৬

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পারিবারিক সাহায্যভাণ্ডারে চাঁদাদাতৃগণের তালিকা

(১৩২৫ সালে প্রাপ্ত)

মাসিক সাহায্য—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৩২৩ অগ্রহায়ণ মাগাদ চৈত্র)	৫০৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (কার্ত্তিক মাগাদ চৈত্র)	৬৲
	৫৬৲

এককালীন দান—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ	২৲
কোন বন্ধু (হেমবাবুর মারফত প্রাপ্ত)	২৫৲
শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত	৫৲
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার	৫৲
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৲
„ মহেন্দ্রনাথ আঢ্য	১৲
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৲
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৲
„ প্রকাশচন্দ্র সরকার	৫৲
	১১৩৲

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক। ২।২।১৩২৬

পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণকল্পে প্রাপ্ত সাহায্য

১।	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	১২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১৲
২।	„ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	১৲	১৩। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৲
৩।	„ রায়বাহাদুর চুণীলাল বসু	১৲	১৪। „ রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৲
৪।	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১৲	১৫। „ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ১৲
৫।	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৲	১৬। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲
৬।	„ স্যর জগদীশচন্দ্র বসু	১৲	১৭। স্যর আশুতোষ চৌধুরী ১৲
৭।	মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৲	১৮। „ ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ১৲
৮।	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১৲	১৯। „ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ১৲
৯।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৲	২০। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৲
১০।	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	১৲	২১। „ রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ১৲
১১।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৲	২২। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৲
			২৩৲

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
১৭।১২৬

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কল্পে প্রাপ্ত সাহায্যের তালিকা

মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর	১০০৲	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু	২৫৲
রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর	১০০৲	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস)	২৫৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫০৲	„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ	২৫৲
মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী	৫০৲	„ „ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	১৬৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫০৲	„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫৲
প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫০৲	„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১১৲
মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	২৫৲	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৫৲	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১০৲
		„ স্যর জগদীশচন্দ্র বসু	১০৲
		„ চুণীলাল মণ্ডল	১০৲
		„ পূর্ণচন্দ্র বারিক	১০৲

শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ	১০৲	„ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৲
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	৫৲	„ চিন্তাহরণ সিংহ	২৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫৲	মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার	
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲
„ সত্যানন্দ গোস্বামী	৫৲	„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	২৲
„ দীননাথ মজুমদার	৫৲	„ সুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর	৫৲	„ গিরিজাভূষণ মিত্র	১৲
„ সিদ্ধেশ্বর গড়াই	৫৲	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
„ রায় কিরণচন্দ্র দত্ত	৫৲		৬৮৩৲
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲		

স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের
সাহায্যকল্পে প্রাপ্ত দান

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত "লক্ষ্মীনিবাস"	১০৲	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৲
শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু	৫৲	„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫৲	„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲
রায় বাহাদুর „ চুণীলাল বসু	৫৲	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৲	„ প্রবোধচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়	২৲
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৲	ডাক্তার „ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২৲
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৲	„ অমৃতলাল দত্ত	১৲
মহামহোপাধ্যায় „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲	„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	১৲
ডাক্তার „ বনওয়ারীলাল চৌধুরী	২৲	„ দেবনারায়ণ ঘোষ	১৲
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	২৲		৬০৲
রায় বাহাদুর „ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	২৲		

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
১৭।২।২৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে মন্তব্য

১৩২৫ সালের চৈত্রশেষে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অনাদায়ী চাঁদা সমেত মোট ৫২৫৫৭৸৵০ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে ৪।১১।২৫ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে ৭৪৭ জন সদস্যের অনাদায়ী চাঁদা বাবদ ২২১৯৸০ টাকা সদস্যগণের চাঁদার হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৩২৫ সালের চৈত্র-শেষে মোট ৩০৩৬১৷৵০ টাকা চাঁদা জমা ছিল। কেবল ১৩২৫ সনের সদস্যগণের ১৯৬৯৪৲ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে ৭৪৭ জন সদস্যের অনাদায়ী প্রায় ৫০০৲ টাকা বাদ দিলে ১৪৬৯৪৲ টাকা আদায়যোগ্য ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ১০০০৩৲ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। সমস্ত বাকী চাঁদার তুলনায় শতকরা প্রায় ২০৲ কুড়ি টাকা এবং ১৩২৫ সালের প্রাপ্য চাঁদার তুলনায় শতকরা ৬৮৲ টাকা আদায় হইয়াছে। আদায়ের পরিমাণ যাহাতে আরও বেশী হয়, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৩২৫ সালে পরিষদের মোট আয় ১৭৯২৸৬ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৮০৪৬৲৩ টাকা। এ বৎসরও আয় অপেক্ষা ব্যয় ১২২৵০ টাকা অধিক হইয়াছে এবং গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ধরিয়া ১৩২৫ সনের চৈত্রশেষে মাত্র ১০৩৵৬ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। পরিষদের সদস্যগণের দেয় বাকী চাঁদার অর্দ্ধাংশ এবং বাৎসরিক দেয় চাঁদা নিয়মিত আদায় হইলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আপনা হইতে বাড়িয়া যায়। তজ্জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ইতি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৪।২।১৩২৬

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত

১৪ই ভাদ্র ১৩২৬, ৩১শে আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি—(সভাপতি)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীফণীন্দ্রকুমার সান্যাল, শ্রীশোভাময় ঘোষ, শ্রীজ্ঞানকীনাথ বসু, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু, শ্রীমন্মথনাথ দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর পরিষদের একজন প্রাচীন সদস্য ছিলেন। পূর্ব্বে পরিষদের অধিবেশনে প্রায়ই আসিতেন ও যখনই প্রয়োজন হইত, তখনই নানা প্রকারে পরিষৎকে সাহায্য করিতেন। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন এবং সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই জন্য তাঁহার যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তিও ছিল। তিনি একজন বিশেষ গুণী ও কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অবসরকালে তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন। তিনি একজন বিজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় অনেক ভাল ভাল সমালোচনা তাঁহার লেখনী-প্রসূত। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। পরিষৎ এই বন্ধুর বিয়োগে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

১। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ্, বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক এবং কলাশাস্ত্র-বিশারদ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া অদ্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

২। "তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ এই পরিষৎ মন্দিরে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবক মহাশয় বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু প্রথম হইতেই পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং সকল বিষয়েই ইহার শুভদেব কাজ করিয়াছেন। তিনি একাধারে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি একজন কলাশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীত-রচনায়, সঙ্গীতে স্বরলিপি যোজনায়, সঙ্গীত-শিক্ষা প্রদানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সুগায়ক ও সুবাদক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি উদার ছিল। তিনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। পরিষৎ নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি মিরার পত্রে অনেক নাটকের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন।

বক্তা জানাইলেন যে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় তাঁহার পিতার একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় সমর্থনকালে বলিলেন যে, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ বাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার রচিত 'মান' নামক নাটকখানি কতকগুলি সুন্দর কীর্ত্তনাঙ্গ গানের সমষ্টি—তিনি এই 'মান' কৃষ্ণলীলার মানভঞ্জন সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হইলে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ তৃপ্তি-লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব দুইটি অনুমোদন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু নাটকের সুনিপুণ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরারে তাঁহার সেই সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইত। তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ ভাবে, অল্প কথায় ও বিশিষ্টভাবে সমালোচনা করিতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। কোন একখানি প্রহসনের সমালোচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"There is something new in this book and there is something good in this book, but the goods are not new and the news are not good."

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার সখা ও সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময় অনেক সভা-সমিতিতে আমোদ উৎসবে একত্রে যোগদান করিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত

যোগ্যতা ও প্রতিভার দাবী খুব কম লোকই করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্গীত-শিক্ষা ও তাহার সাধনার দ্বারা উৎকর্ষ লাভের কারণ তাঁহার অভিমানশূন্যতা। বেশী বিদ্যা শিখিলে অভিমান-শূন্যতা আপনিই আসে। ৺বৈকুণ্ঠ বাবু অভিমানশূন্য ছিলেন। তিনি সুন্দর বাজাইতে পারিতেন এবং সর্ব্বদা গায়ককে সামলাইয়া লইয়া বাজাইতেন; নিজের দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যস্ত হইতেন না। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ অমায়িকতা ছিল ও তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। কাহাকেও মনঃপীড়ার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনি সমস্ত সৎকার্য্যের সহায় ছিলেন ও কলিকাতার সমস্ত সৎকার্য্যে যোগদান ও উৎসাহ দান করিতেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

১৪ই ভাদ্র ১৩২৬, ৩১শে আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টা

উপস্থিতি—

(পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "সধবার একাদশী সম্বন্ধে আলোচনা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়-লিখিত "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় বিলাত গমন করায় তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়া), (খ) হৃষিকেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), (গ) ব্রজপদ সিংহ (মুর্শিদাবাদ), (ঘ) মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র (কান্দী) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৩। নিম্নোক্ত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, "সধবার একাদশী" গ্রন্থ সম্বন্ধে পুলিশ বিভাগ কর্ত্তৃক একটি কঠিন নিয়ম জারি হইয়াছে। তিনি এই নিয়ম জারির কারণ অবগত নহেন। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিস্তারিত ভাবে তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সধবার একাদশী সম্বন্ধে এক আলোচনা পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, সধবার একাদশী গ্রন্থ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিষেধের প্রতিবাদ কর্ত্তব্য কি না, তাহার আলোচনার সময় এখন নহে। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে যে নাটকীয় প্রতিভার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রতিষেধে নির্ব্বাপিত হয় না। যে নাটকের প্রতিষেধ হইয়াছে, তাহাতে রুচিবিকার দেখা যায় না। Drydenএর কবিতায়, এমন কি, Bibleএ অনেক রুচিবিকার দেখা যায়—কিন্তু তাহাদের প্রতিষেধ হয় নাই। কারণ, সেগুলি Classic। প্রবন্ধকার যে ভাবে নিমচাঁদের চরিত্র ফুটাইয়াছেন, যে ভাবে দীনবন্ধুর স্বভাব ও চরিত্র বিকাশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই আনন্দপ্রদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু, প্রবন্ধে মধুসূদনের সহিত নিমচাঁদের তুলনার অংশ উঠাইয়া দিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখককে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন। কেন না, তিনি মধুসূদনের নিকট আত্মীয়।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্ মহাশয় বলেন যে, তিনি প্রবন্ধ না পড়িয়া (যেহেতু তিনি প্রবন্ধ-পাঠের পর সভায় উপস্থিত হইয়াছেন) তাহার সমালোচনার পথপ্রদর্শক হইতে ইচ্ছা করেন না। তবে সধবার একাদশী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন। এই গ্রন্থকে Classic বলিলে চলে। রুচি, কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়। সেক্‌স্‌পিয়রে অনেক অশ্লীল কথা আছে—বিদ্যালয়ে যখন সেক্‌স্‌পিয়র পড়ান হয়, তখন তাহার অশ্লীল অংশ বাদ দিয়া পড়ান হয় সে সময় স্ত্রীলোকেরা যে ভাষায় কথা কহিত, এখন পুরুষেরা ইয়ারকির মহলেও সে ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। গেটের নাটক না পড়িলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—কিন্তু তাঁহার নাটকের এক অঙ্কে সংস্কৃত আলঙ্কারিক মতে "জুগুপ্সা" হিসাবে অশ্লীলতা আছে। কিন্তু ইহা বাদ দেওয়া হয় নাই। কারণ, উহা Classic। ইংরাজিতে এমন নাটক চলিত আছে যে, পাঠক যদি নিজেকে বর্ম্মে আবৃত

রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই তাঁহার নৈতিক অবনতি হয়। একখানি ইংরাজি নাটকে আছে যে, কাহারও স্ত্রী অসতী হইলে তাঁহার দুইটি শিং বাহির হয়।

বক্তা আরও বলিলেন,—যে গ্রন্থ ৫০ বৎসর চলিত হইয়া আসিয়াছে—যাহার সহিত দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন মহাকবির নাম জড়িত—তাহা Classic। এত দিন পরে তাহার প্রতিষেধ হইতে পারে না। কে এত দিন পরে এই নীতির অভিভাবক হইলেন, তাহা জানিতে চাহি। আজকাল কলিকাতায় অনেক সিনেমা হাউস চলিতেছে—তাহাতে নিত্য নিত্য কত চিত্র প্রদর্শিত হয়। সেই সকল চিত্রের অনেক চিত্র দেখিলে রুচিবিকার ঘটিয়া থাকে। আমার মতে Classic কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই এবং হইতে পারে না। অথচ বর্ত্তমানে অনেক নিষেধোপযোগী নাটকের প্রচার নিষিদ্ধ হইতেছে না। সধবার একাদশী লোকের চিত্ত বিকৃত বা মলিন করে না, বরং ইহাতে moral lesson অনেক পাওয়া যায়। রাজনৈতিক হিসাবে অনেক নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়াছে—তাহা আমরা সহিয়াছি। কিন্তু এত দিনে সধবার একাদশী যখন প্রতিষেধ হইল, তখন এই প্রতিষেধের প্রতিবাদ সকল সাহিত্যিকেরই করা উচিত। আমার মনে হয়, সাহিত্য সম্বন্ধে—যাহাতে রাজনীতি নাই, শুধু ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি বর্ত্তমান, সে বিষয়ে গবর্মেণ্টের নিরপেক্ষ থাকাই ভাল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত ললিত বাবু উল্লিখিত প্রবন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন যে, এইরূপ প্রতিষেধ হইলে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস নষ্ট হইবে।

তৎপরে সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, আলোচ্য প্রবন্ধের কতক আলোচনা হইয়াছে। সধবার একাদশী প্রতিষেধ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থিত হইলে, সে সম্বন্ধে মতামতের অবকাশ হইবে।

সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, কবি ও নাটককার ভিন্ন দীনবন্ধু বাবু সামাজিক চিত্রকর ছিলেন—অতি অল্প লোকেই সমাজের সকল উচ্চ-নিম্ন স্তর ঐরূপ ভাবে Study করিয়াছেন। তাঁহার এক একখানি বইএ এক একটি সামাজিক চিত্র প্রস্ফুটিত; লীলাবতীতে কৌলিন্যপ্রথার চিত্র এবং অন্যান্য পুস্তকে অন্যান্য চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার যে-কোন বই বন্ধ হইলে তৎকালীন সেই বিষয়ের সামাজিক চিত্র নষ্ট হইবে। অন্ততঃপক্ষে ইতিহাস হিসাবে এবং পূর্ব্বজ্ঞানের চিত্র হিসাবে এই সকল চিত্র রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া পুস্তকের রুচি নির্ণয় করা আবশ্যক। সামাজিক চিত্র দেখাইতে হইলে ভাল এবং মন্দ, উভয় অংশই সমান ভাবে দেখান উচিত। অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হইলে চিত্রগুলি অপরিস্ফুট হইবে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে বিলাসভাবের কথা বাদ দিলে ভারতচন্দ্রের উপর অবিচার করা হইবে। তবে পাঠ্য পুস্তক করিতে হইলে ঐ অংশ বাদ না দিলে চলিবে না। সধবার একাদশী তাহার কার্য্য করিয়াছে।

বর্ত্তমান কালে হয় ত তাহার ততটা উপযোগিতা বা প্রয়োজন নাই—কিন্তু উহা বন্ধ করিবার বা উহার অংশবিশেষ বাদ দিবার প্রয়োজন বোধ হয় না—অধিকন্তু তাহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে। পুস্তকের উদ্দেশ্যই পুস্তকের রুচিবিকার বিবেচনার একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ। প্যারীচরণ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, দীনবন্ধুর পুস্তক ছাপাইয়া Temperance Society অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইয়াছে। এই জন্য এই গ্রন্থ প্রতিষেধ করা সঙ্গত নহে ও কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু মধুসূদন সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর সহিত একমত নহেন। দীনবন্ধু বাবুর নিজের মত লিখিয়া প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত ললিতবাবু ভালই করিয়াছেন। তৎপরে তিনি প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল।

৫। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বিলাত গমন করায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়কে বর্ত্তমান বর্ষের গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

৬। (ক) নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়া), (খ) শৈবেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), (গ) মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র (কান্দী) ও (ঘ) ব্রহ্মপদ সিংহ (মুরশিদাবাদ)—এই চারিজন সদস্যের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করা হইল এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাল	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেওড়াফুলি হাট, বটতলা, হুগলী।
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	ঐ	২। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ২০ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪ হ্যারিসন রোড।
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী	ঐ	৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এ, দত্ত হাই স্কুলের শিক্ষক, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৫। শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য ২২।২ হরচোলের লেন।
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র	ঐ	৬। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বর্ম্মন্ ৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড।
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ৯।২ রামচন্দ্র মিত্র লেন।
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	৮। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু বি এ ঢাকা।
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীযুক্তখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু ১৬৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ডি, এন্, গুপ্ত	১। বৈদ্যবর্ণ-বিনির্ণয়
	২। মনুস্মৃতি
রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর	৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ
শ্রীযুক্ত দামোদরদাস বর্ম্মন্	৪। শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
,, মোহিনীমোহন বসু	৫। জীবের শিবত্ব-লাভের উপায়
,, প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	৬। শ্রীদক্ষিণেশ্বর
,, অক্ষয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭। মোহন মাধুরী
,, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৮। আলোচনা (১ম ২য় খণ্ড)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কালীকমল দত্ত	৯। দুর্গাবতী
	১০। ক্ষেত্রপাল
	১১। হেমপ্রভা
" ভুবনমোহন বসাক	১২। ঢাকা জন্মাষ্টমী মিছিলের ইতিহাস
" নলিনীকান্ত সরকার	১৩। কাঞ্চনতলার বাপী
Superintendent, Government Printing, India.	14. Calcutta University Commission Reports Vol,. I. Vol II, III, IV, V. (1917—19)
Registrar, Calcutta University.	15. Carmichael Lectures, 1918, by Dr. D. R. Bhandarkar
Registrar, General Dept Writers' Buildings	16. A Report on the Administration of Bengal, 1917—18.
Secy. Smithsonian Institution	17. Ketenai Tabs by Franz Boas
Supdt. Govt. Printing, India	18. Patent Office Journal, April to June 1919. Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1910.

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত

২১শে ভাদ্র ১৩২৬, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল—(সভাপতি)

শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, কবিরাজ শ্রীবন্ধুবিহারী রায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত, শ্রীললিতমোহন পাল, এম্, ঘোষ, শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার, শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীকালীকুমার বসু,

শ্রীঅনন্তভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দাস, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ—সম্পাদক।

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} — সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মনোরঞ্জন বাবু, যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছে, তিনি বঙ্গদেশের শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। তিনি একাধারে সুলেখক, বাগ্মী, স্বদেশপ্রেমিক ও ভগবদ্ভক্ত। সকল বিষয়েই তিনি আদর্শ ছিলেন এবং তাঁহার একটি বিশিষ্টতা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশমাতৃকার প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম যাহা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। এই বিষয়ে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং অনেক নির্য্যাতনও ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির সম্মান করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সম্মান করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিলেন ও ধন্য হইলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মনোরঞ্জন বাবু সপরিবারে সরলতা, আত্মনির্ভরতা ও plain living এর আদর্শ ছিলেন —সংসারে সেরূপ আদর্শ বিরল। এক কথায় তিনি সকল বিষয়েই একটি খাঁটি লোক ছিলেন। ইনি একজন প্রকৃত বাঙ্গালী, মেধাবী, ইংরাজীতে যাহাকে Sincere man বলে, সেইরূপ একজন লোক—নিজের বিশ্বাসে আজীবন অটল বিশ্বাসী, অনেক বিষয়ে অসাধারণ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কর্ত্তব্য বোধে তিনি "নবশক্তি" সংবাদ-পত্রের প্রকাশের জন্য কন্যার বিবাহের দিনেও উদাসীন ছিলেন। দুঃখে কষ্টে পড়িয়াও অবিচলিত চিত্তে আত্মনিয়োগ করিতেন। দেশের প্রতি ও ধর্ম্মের প্রতি অসাধারণ ও অবিচলিত শ্রদ্ধা তাঁহার ছিল। ব্রাহ্ম প্রচারক অবস্থায় বেতন অস্বীকার করিয়া আপনার স্বাধীন ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণপ্রিয়, অতিথি-সৎকারে মুক্তহস্ত ও শ্রদ্ধাবান্ এবং বন্ধু-প্রীতিতে অসাধারণ ছিলেন। তিনি যেমন গদ্য-সাহিত্যের সুলেখক ছিলেন, সেইরূপ উচ্চ কবিত্ব-শক্তিও তাঁহার ছিল। তিনি পরম স্নেহবান্ হইয়াও শোকে অচঞ্চল ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, বহুগুণসম্পন্না, আদর্শ-নারী মনোরমা দেবীর বিয়োগে উহা লক্ষিত হইয়াছিল। স্বনামধন্য ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, তাঁহার সরলতার জন্য মনোরঞ্জন বাবুকে বহু সমাদর

করিতেন। তিনি ভগবদ্‌ভক্ত এবং গুরুবাক্যে বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। মনোরঞ্জন বাবু যে লোকপ্রিয় ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য।

তৎপরে নানকপন্থী সাধু শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয় বলিলেন,—প্রথম জীবনে ঢাকায় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও শ্রীগৌরাঙ্গ" নামক বক্তৃতা শ্রবণে আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। আমি তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি। তাঁহার কথা বলিতে হইলে অনেক বলিতে হয়। পূর্ব্ববক্তা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু অনেক বলিয়াছেন। আমি তাঁহার সকল কথারই অনুমোদন করিতেছি। আমি বাল্যকাল হইতে বহু বহু সাধুসঙ্গ করিয়াছি। কিন্তু জোর করিয়া বলিতেছি, গৃহস্থ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ে যে সাধুত্ব দেদীপ্যমান দেখিয়াছি, বহু সাধুতেও তাহা দেখি নাই। সম্বলহীন অবস্থায়ও অতিথি-সৎকারে অসাধারণ গৃহীর ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করিতেন। লেখক হিসাবে তিনি যে কেবল সুগদ্য-লেখক ছিলেন, তাহা নহে; তিনি সুকবিও ছিলেন। "পাহাড়ীয়া পাখী" নাম দিয়া সংবাদপত্রে উৎকৃষ্ট কবিতা-সকল প্রকাশ করিতেন।

শেষে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—বরিশালে দুই মহাত্মা—অশ্বিনী-কুমার ও মনোরঞ্জন। ইঁহারাই বরিশালে সকল শুভানুষ্ঠানের অগ্রণী—সকল সেবাব্রতের অনুষ্ঠাতা। কলেরা ও বসন্ত-রোগীকে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সেবা ও স্বহস্তে মলমূত্রাদি পরিষ্কার মনোরঞ্জন বাবু করিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। গল্প করিয়া লোকজনকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। তাঁহার magnetic personality ছিল। সামান্য শিক্ষিত হইয়াও তিনি বিশেষত্বযুক্ত, গভীর জ্ঞানী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে এরূপ স্বদেশপ্রেমিক অতি কমই দেখিয়াছি। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া স্বদেশ-সেবা করিয়াছিলেন। সেটা দান নহে—আত্মবিসর্জ্জন, তাহাতে অটল এবং অচল। ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই বহু বার অবস্থার পরিবর্ত্তনেও পুনঃ পুনঃ উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—

"প্রসিদ্ধ বাগ্মী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক, স্বদেশপ্রেমিক ও ভগবদ্‌ভক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই বিষয়ের ভার দেওয়া হউক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বিশেষ অধিবেশন শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২১শে ভাদ্র ১৩২৬, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ—(সভাপতি)

(ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা"। ৫ বিবিধ।

বিশেষ অধিবেশন শেষ হইলে ঐ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে অধিক ক্ষণ থাকিতে না পারায়, তাঁহার প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধু শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয় চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, বিগত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী এখনও প্রস্তুত হয় নাই। সে জন্য উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় বি এ ৬ জগদীশনাথ রায় লেন, কলিকাতা।
"	"	২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কাশীপুর গ্রাম, কুচিয়া-কোণ পোঃ, বাঁকুড়া।
"	"	৩। শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী দীঘাপতীয়া রাজবাড়ী, আলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	৪। Mr. N. Raja Gopala-Krishna Roy. Editor, "Sri Krishna sookti" Kadekor Buildings. Udipi, (Madras)

৩। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও তাহাদের প্রদাতাগণের নাম পাঠ করিয়া, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকের নাম
Superintendent, Government Printing, India.	1. Report of the Chief Inspector of Mines in India, 1918. 2. Statistics of British India, Vol III, Public Health. 1919.
Director, Geological of India.	3. Records of the Geological Survey of India, Vol I, Part 2. 1919.
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর	4. A Few Hints on Sanitary Reconstruction.
শ্রীযুক্ত ডাঃ ললিতমোহন বর্ম্মাক Secretary, Vivekananda Society.	5. Manure—its use and mis-use. 6. Report of the Vivekananda Society.
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৬ষ্ঠ ভাগ)
„ বন্ধুবিহারী ধর	৮। মৈথিলী
	৯। অঞ্জলি
	১০। গার্ভী-পরিচর্য্যা
„ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	১১। পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন

৪। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা" নামক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, এই শব্দসংগ্রহের তালিকা বিস্তৃত এবং উহা পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠেই ইহার আলোচনার সুবিধা। তজ্জন্য আপনাদের অনুমতি হইলে এই প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তাহাতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সদস্য জানাইলেন, প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ পঠিত হইলে ভাল হয়। তাই সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ হইতে স্থানে স্থানে শব্দতালিকা ও তদুপরি কিছু কিছু মন্তব্য পড়িয়া শুনাইলে, ঐ প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিয়া, বহু আয়াসের এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। এইরূপ প্রবন্ধের দ্বারাই পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করে। ইহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয়কে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ধন্যবাদ জানাইলে সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।